পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 62 Saturday, 1 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৬২ সংখ্যা ❋ ১৮ মাঘ ১৪৩১, শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বেচারি ক্লান্ত, কথাই বলতে পারছিলেন না' কটাক্ষ সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ জায়ারি ঃ বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণকে কটাক্ষ কংগ্রেস চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর উদ্দেশে সোনিয়ার মন্তব্য, 'বেচারি ক্লান্ত, কথাই বলতে পারছিলেন না'। সোনিয়ার পাশাপাশি মুর্মুকে কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল। এই ভাষণকে একঘেয়ে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিরোধী শিবিরের এহেন কটাক্ষের পালটা সরব হয়েছে শাসকদলও। বাজেট অধিবেশনের আগে শুক্রবার সংসদে ভাষণ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ৫৯ মিনিটের এই ভাষণে প্রত্যাশামতোই ছিল মোদি সরকারের সুখ্যাতি। গত ১০ বছরে মোদি সরকার যে সব প্রকল্প ঘোষণা করেছে এবং তাতে জনমানসে কী কী পরিবর্তন এসেছে, ৫৯ মিনিটের ভাষণে মূলত সেগুলিই তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপতি। দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্য, সরকার ৩ গুণ গতিতে কাজ করছে। আজকের সরকার বড় বড় সিদ্ধান্ত, নীতি অসাধারণ গতিতে নিতে পারছে। মহিলা, যুবসমাজ এবং কৃষকরা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাচ্ছে। নীতি পঙ্গুত্ব শেষ করে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে দেশ। তাঁর ভাষণে একাধিকবার উঠে আসে বিশ্বগুরু হওয়ার পথে ভারতের সাফল্য।রাষ্ট্রপতির ভাষণ শেষের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুর্মুকে কটাক্ষ করেন সোনিয়া গান্ধী। তিনি বলেন, ভাষণ দেওয়ার সময় ওনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছিল।

বাজেটের আগে মোদির নিশানায় 'বিদেশি শক্তি'

'১০ বছরে প্রথমবার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা হয়নি'

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ ১০ বছরে প্রথমবার সংসদ অধিবেশনের আগে বিদেশ থেকে সেভাবে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা হয়নি। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। প্রধানমন্ত্রী দাবি করলেন, ২০১৪ থেকে প্রতি বছর সংসদ অধিবেশনের আগে বিশ্বের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে ভারতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়। এবারই সেটা হয়নি। বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, আজ একটা কথা আপনাদের বলি। ২০১৪ সালের পর এই প্রথম সংসদ অধিবেশন দেখছি, যখন বিদেশ থেকে উসকানি দেওয়ার চেষ্টা হল না। অন্যবার দেখা যায় অধিবেশনের দু-তিন আগে বিদেশ থেকে ভারতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়। আর এ দেশে তো সে আগুনে হাওয়া দেওয়ার লোকের অভাব নেই। প্রধানমন্ত্রী এদিন খানিকটা বিস্মিত সুরেই বললেন, এই প্রথম দেখছি সংসদ অধিবেশনের আগে বিশ্বের কোনও প্রান্ত থেকে সেভাবে আগুন লাগানোর চেষ্টা হল না।

বস্তুত, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে লাগাতার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করে আসছে। কখনও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছে একটা বড় অংশ বিশেষ করে বাম বা অতিবাম মনস্করা সেই বিদেশি ষড়যন্ত্রে সঙ্গ দেন বলেও অভিযোগ তোলে শাসকদল। এদিন সংসদে বিশ্বে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণরূপে বিকশিত ভারতের আত্মপ্রকাশ হবে। সেই লক্ষ্যেই

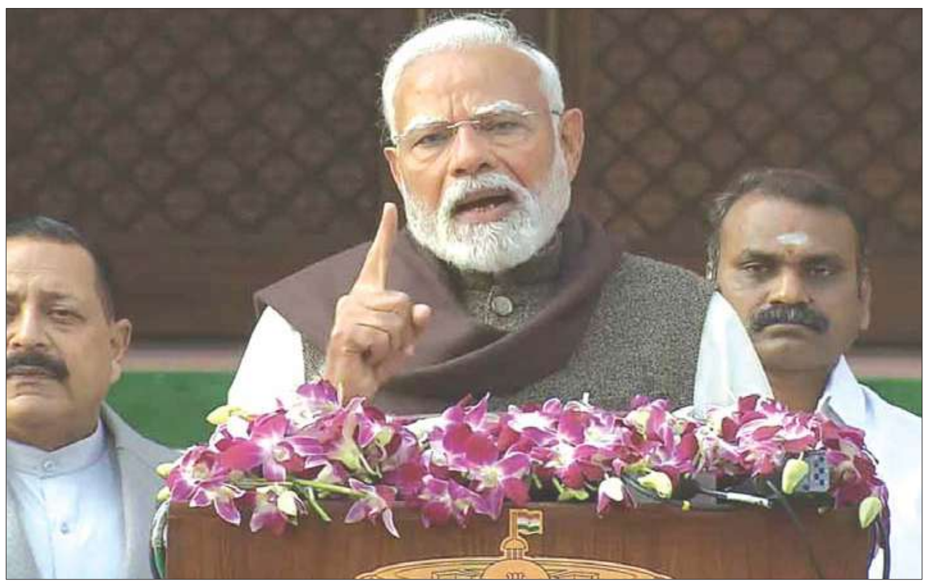

'স্টেটে'র ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব, কখনও পশ্চিমী দুনিয়ার বঞ্চনার তত্ত্ব আবার কখনও শোনা গিয়েছে ইসলামিক মৌলবাদীদের নাশকতার কথা। এমনকী দেশের বিরোধী দলগুলির দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী কি সকলকে একসঙ্গে নিশানা করলেন? তবে প্রধানমন্ত্রীর কথায় এদিন আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ পেয়েছে। মোদি বলেছেন, ভারতের শক্তি গোটা এগোচ্ছে তাঁর সরকার। এদিন মোদি সম্ভবত বোঝাতে চাইলেন, ভারত এখন আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সেকারণেই বিদেশি হস্তক্ষেপও কমছে।

জিডিপি নিম্নমুখী, তবে নিয়ন্ত্রণে থাকবে মুদ্রাস্ফীতি! ইঙ্গিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায়

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের জিডিপির হার নিম্নমুখী হবে, এমনই ইঙ্গিত মিলল অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। তা থাকতে পারে ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে। বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার আগামী বছরেও ধীরগতির থাকবে। সেই সঙ্গে সমীক্ষায় এও বলা হয়েছে নির্মাণ ক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধি পাবে। এবং তা দুর্বল বৈশ্বিক চাহিদা ও দেশীয় মরশুমি পরিস্থিতির কারণেই।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আর কী বলা হলঃ মরশুমি সবজির দাম কমতে শুরু করা এবং খরিফ ফসলের আগমনের ফলে বর্তমান অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী অর্থবর্ষের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ভারসাম্যপূর্ণ। সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, ভারতকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতাকে উন্নত করতে হবে। এবং তা করতে হবে তৃণমূল পর্যায়ের কাঠামোগত সংস্কারের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে।আগামী অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। বিশেষ করে অস্থির ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আরও মজবুত শাসন কাঠামোর প্রয়োজন। অন্যথায় প্রযুক্তির অপব্যবহার হতে পারে।২০২৪ সালে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পিছনে কারণ মূলত ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিশেষ করে মার্কিন নির্বাচনকে ঘিরে অনিশ্চয়তার মধ্যে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ার কারণে।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বাজেট পেশের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার ভবিষ্য ভারতের আর্থিক রোডম্যাপ তৈরি করতে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সূত্রের খবর, এবারের বাজেটে সুখবর থাকছে ইপিএফও স্কিমের পেনশন ভোগীদের জন্যে। প্রথমত বাড়ানো হচ্ছে ইপিএফের নূন্যতম পেনশন, দ্বিতীয়ত মূল পেনশনের সঙ্গে ডিএ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে খবর। অধিবেশন চলবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

'গরিব আরও গরিব হচ্ছে', মন্তব্য অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাত পেরলেই ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবে তৃতীয় এনডিএ সরকার। তবে তাতে জনস্বার্থে কিছু হবে বলে আশা করছে না তৃণমূল। আর সেই ইস্যুতে কেন্দ্রকে ফের চাপে ফেলতে প্রস্তুত হচ্ছে তৃণমূল। শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় সেটাই স্পষ্ট হল। তাঁর কথায়, যেদিন থেকে মোদি সরকার ক্ষমতায় এসেছে, সেদিন থেকেই তো বাজেটের ফলাফল একটাই। গরিবরা আরও গরিব হয়েছে আর বড়লোকদের ধনসম্পদ আরও বাড়ছে। কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার ভবিষ্য ভারতের আর্থিক রোডম্যাপ তৈরি করতে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সূত্রের খবর, এবারের বাজেটে সুখবর থাকছে ইপিএফও স্কিমের পেনশন ভোগীদের জন্যে। প্রথমত বাড়ানো হচ্ছে ইপিএফের নূন্যতম পেনশন, দ্বিতীয়ত মূল পেনশনের সঙ্গে ডিএ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে বলে খবর। তবে এবার দেশের জিডিপির হার নিম্নমুখী হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে অর্থনৈতিক সমীক্ষায়। আর সেটাই উদ্বেগের। এই পরিস্থিতিতেই অভিষেক বাজেট নিয়ে যথেষ্ট হতাশা প্রকাশ করলেন।শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগে বিজেপির সমালোচনা শোনা গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। তা নিয়ে অভিষেক বলেন, বিজেপি যত প্রতিহিংসা দেখাবে, যত ধরপাকড়, জেলবন্দি করবে, তত জনতার রায় তাদের বিরুদ্ধে যাবে। এটা আগেও প্রমাণিত হয়েছে। দিল্লিতেও তাই হবে। এরপর বাজেট নিয়ে তাঁর বক্তব্য, বাজেট আর কী হবে? একটা জনবিরোধী সরকার চলছে। এযাবকাল তো আমজনতাকে সুবিধা দিয়ে কিছু হয়নি বাজেটে। কর বলুন বা অন্য কোনও আর্থিক ছাড় - সবই বড়লোকদের জন্য। গরিব আরও গরিব হয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ নির্মলার, দিনের মতো মুলতুবি সংসদ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন শুক্রবার সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেছেন। অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ হওয়ার পর দিনের মতো মুলতুবি হয়ে গিয়েছে সংসদের অধিবেশন। ১ ফেব্রুয়ারি বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভার অধিবেশন। আগামীকাল সাধারণ বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারমন। জাতীয় অ্যাকাউন্টের প্রথম অগ্রিম অনুমান অনুসারে, ভারতের প্রকৃত জিডিপি ২৫ অর্থবর্ষে ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৬ অর্থবর্ষে প্রবৃদ্ধি ৬.৩ থেকে ৬.৮ শতাংশের মধ্যে হবে। ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ভাল রবি শস্য উৎপাদনে খাদ্যের দাম ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাটাল রাখা কলকাতায় বেআইনি, আইনের উপরে কেউ নয় ঃ মেয়র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ আইনের উপরে কেউ নয়। খাটাল রাখা কলকাতায় বেআইনি। আমি নগরপাল কে বলেছি খাটাল গুলি তুলার ব্যবস্থা করুন। সেখানে যদি আমাদের স্টাফ গিয়ে দালালি করে। ১৭ হাজার কর্মচারী রয়েছে। তার মধ্যে একজন ভুল করতে পারে অন্যায় করতে পারে। এটা কি করে গ্রেট কালচার কি। নিশ্চয় আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করব। গায়ের জোড়ে কোনো বেআইনি বাড়ি আটকানো যায় না। যারা হই হই করছে। তাদের কে জানতে হবে যে আইনের বাধা দিলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হয়। আমাকে যখন সিবিআই গ্রেফতার করেছিল। তখন পড়ার লোক আটকানো চেষ্টা করেছিল। আমি বললাম না এই সমস্যার সমাধান আইনের মাধ্যমে সম্ভব। প্রোমোটার দের উস্কানি তে তারা হই চোই করছিল। প্রোমোটার যা করছে মনে হচ্ছে একটা সেলের মধ্যে রয়েছে। অনেক গরীব মানুষ আছেন যারা বাড়ি করার ক্ষমতা নাই। তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গরীব মানুষের জন্য বাংলা বাড়ি করেছেন। আমাদের একদিন গালাগালি দিলেন তাতে কি হয়। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করলে আইনের মাধ্যমেই করতে হবে। নোটিশ না দেওয়ার অভিযোগে তিনি বলেন মালিকের নামে নোটিশ গেছে। প্রোমোটারের নামে কোনো সন্ধান আমাদের কাছে নেই। তাই নোটিশ জমির মালিকের নামে যাবে। ট্যাংরা মানুষ চিন্তা নিয়ে তিনি বলেন আমাদের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যে ভাবে বলবে সেই ভাবে বাড়ি ভাঙা হবে। তবে যদি গরীব মানুষ আমাদের কাছে আবেদন করলে আমরা তাদের জন্য বাংলা বাড়ি করে দেব। পুর সভার নজরদারি আছে। এখন আর বেআইনি বাড়ি হবে না। বার বার বলা হচ্ছে জমি দলিল দেখে নিন পুর সভার নকশা দেখে নিন। তার পরেই বাড়ি কিনুন বললেন মেয়র। এদিন তিনি সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। যতদিন বাড়ির সিসি পাবে না ততক্ষণ কোনো পরিষেবা পাবেন না। জল পাবেন না জল পাবেন না নিকাশি লাইন পাবেন না। গার্ডেন রিচ বিল্ডিং পড়ার পর আমি দেখলাম। আমি ১৩ টি লাশ বার করে দেখেছি। তার পরে আমরা অনেক কাজ করেছি। আমি কোনো গরীব মানুষ কে ক্ষতি করতে চাইনি। বেআইনি বাড়ি ভাঙতে চাই। কিন্তু তার জন্য তাদের সুরক্ষা নিয়ে আপস করতে পারিনা। এই হেলে বাড়ি নিয়ে কারা কারা বাড়ি নিয়ে কাজ করে। তাদের ক্রেডেন্টিয়াল নিয়ে থাকি।

আর জি কর মামলায় চার্জগঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়াতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ সন্দীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ আর জি কর মেডিকেল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জগঠন প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করতে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। তাঁর আর্জি, হাই কোর্ট সাতদিনের মধ্যে যে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল, তা পুনর্বিবেচনা করা হোক। শুক্রবার ওই বিষয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সন্দীপবাবু এবং আর এক অভিযুক্ত আশিস পাণ্ডের আইনজীবী। শুক্রবারের শুনানিতে বিচারপতি ঘোষের মন্তব্য, 'আর্থিক দুর্নীতি মামলার বিচারে প্রক্রিয়াগত

দেরি হচ্ছিল। গত বছর নভেম্বরে চার্জশিট দেওয়ার পরেও বিচার ঢিমেতালে চলছিল। তার জন্য কে দায়ী, সেই বিতর্কে যাচ্ছি না। সেই কারণেই এই আদালত সাত দিনের মধ্যে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল।'' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি ঘোষের এজলাসে আর জি কর দুর্নীতি মামলার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জানিয়েছিল, শীঘ্রই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। তাদের বক্তব্য শুনে বিচারপতি ঘোষ সাতদিনের মধ্যে চার্জ গঠন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরেই পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়েছেন সন্দীপেরা।

নৈহাটিতে শুটআউট! দিনেদুপুরে চলল গুলি, নিহত এক তৃণমূল কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ৩১ জামুয়ারি ঃ দিনের বেলা শুটআউট নৈহাটিতে! আততায়ীদের গুলিতে নিহত হলেন ব্যবসায়ী তথা এক তৃণমূল কর্মী। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে, নৈহাটির গৌরীপুর এলাকায় আচমকা গুলি চলে। মাথায় গুলি লাগে সন্তোষ যাদব নামে এক ব্যক্তির। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত সন্তোষ যাদব স্থানীয় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত। আবার স্থানীয় বিধায়কের দাবি, নিহত ব্যক্তি এলাকার তৃণমূল কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, শুক্রবার দুপুর নাগাদ গৌরীপুর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন সন্তোষ যাদব নামে ওই ব্যবসায়ী। আচমকা কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। প্রথমে একটি গুলি চালানো হয় তাঁকে লক্ষ্য করে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং দুষ্কৃতীর হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নেন। এরপর বাকিরা পরপর ৪ রাউন্ড গুলি চালায় বাকি দুষ্কৃতীরা। একটি গুলি লাগে সন্তোষ যাদবের মাথায়। তাঁকে তড়িঘড়ি নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। দিনেদুপুরে এমন ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে নৈহাটি থানার পুলিশ।ছেলের এহেন পরিণতিতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন সন্তোষ যাদবের মা।

নীতি পঙ্গুত্ব এড়িয়ে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দিকে দেশ ঃ রাষ্ট্রপতি

নযাদিল্লি, ৩১ জানুযারি ঃ বাজেট অধিবেশনের আগে সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই মোদি সরকারের সুখ্যাতি করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বললেন, দ্রুতগতিতে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে। বর্তমান সরকার দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে ৩ গুণ গতিতে কাজ করছে। গত ১০ বছরে মোদি সরকার যে সব প্রকল্প ঘোষণা করেছে এবং তাতে জনমানসে কী কী পরিবর্তন এসেছে, ৫৯ মিনিটের ভাষণে মূলত সেগুলিই তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপতি। দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্য, সরকার ৩ গুণ গতিতে কাজ করছে। আজকের সরকার ব। ব। সিদ্ধান্ত, নীতি অসাধারণ গতিতে নিতে পারছে। মহিলা, যুবসমাজ এবং কৃষকরা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাচ্ছে। নীতি পঙ্গুত্ব শেষ করে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে দেশ। রাষ্ট্রপতির দাবি, মোদি সরকারের আমলে দেশের গরিবরা সম্মান পেয়েছেন। কেঃদ্র সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নেও বা।তি নজর দিচ্ছে। দ্রৌপদী মুর্মু বলছেন, ১৪০ কোটি দেশবাসীর সেবা করাটাই আমার সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য। বিকশিত ভারত গঠনই আমাদের লক্ষ্য। ৩৭০ ধারা থেকে শুরু করে মহাকুম্ভ, সাম্প্রতিক সময়ের প্রায় সব ইস্যুতেই সরকারের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির ভাষণে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণের মূল পয়েন্টঃ ১। এই সরকারের আমলে ২৫ কোটি মানুষের দারিদ্র দূরীকরণ হয়েছে। ২। ৩৭০ ধারা বাতিলে উন্নয়নে গতি এসেছে। ৩। বিকশিত ভারত গা।ই এই সরকারের সংকল্প। ৪। 'বিশ্বগুরু' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে ভারত। ৫। আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে আজ ৭০ বছরের বেশি বয়সিরাও সুবিধা পাচ্ছেন। ৬। অষ্টম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে। ৭। ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণের ক্রেডিট লিমিট দ্বিগুণ করা হয়েছে। ৮। মুদ্রা লোন ১০ লক্ষ থেকে বা।য়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ৯। ৩ কোটি নতুন বা। তৈরির লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোচ্ছে দেশ। ১০। AI প্রযুক্তিতে বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে ভারত।

ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরির ১৭টি ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল স্বাস্থ্যভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ স্যালাইন উপাদন বন্ধের নির্দেশের পর ফার্মা ইমপেক্স ল্যাবরেটরির ১৭টি ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল স্বাস্থ্যভবন। হাসপাতালে এই সংস্থার তৈরি ওষুধ ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনকারী সংস্থার বারুইপুরের কারখানায় টানা ৩ দিন যৌথ অভিযান চালায় সেন্ট্রাল ও স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। তারপরই ১৭টি ওষুধ বন্ধের নির্দেশ। বলে রাখা ভালো, এর আগে ওই সংস্থাকে নোটিস দেয় সেন্ট্রাল ও স্টেট ড্রাগ কন্ট্রোল। একনজরে দেখে নিন কোন ১৭টি ওষুধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

১. Amoxicillin Cap I.P 500 mg ২. Ciprofloxacin Inj. IP 2mgml ৩. Dextrose Inj.I.P 25 in 100 ml bot. ৪. Dextrose Solution Inj.IP. 5 (Flow, Fill Seal Process) ৫. Metronidazole Infusion I.P. mgml. Bot.Of 100 ml ৬. Sodium Chloride Dextrose Injection I.P (Form, Fill Seal Process) ৭. Sodium Chloride Infusion (3) ৮. Sodium Chloride Inj.IP 0.9 wv 100 ML FFS ৯. Cefepime Inj. 1gmVial ১০. Ampicillin sodium inj. I.P 500 mgvial ১১. Dextrose Inj. 10 (650 mosmL) Hypertonic ১২. Levoflaxacine Infusion 5mgml 100 ml Bottle ১৩. Mannitol Infusion I.P 20 - 100 ml Bottle ১৪. Oflaxacin Infusion 200 mg100 ml ১৫. Paediatric Maintenance Electrolyte Solution ১৬. Paracetamol Infusion 1000mgml ১৭. Sodium Chloride Inj. IP 0.9 (Normal or Istonic Saline) Na154mmoll, CL-154 mmolL (FFS Process) উল্লেখ্য, এর আগে মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতি মৃত্যুতে অভিযোগ উঠেছিল যে, স্যালাইনের সমস্যার কারণেই এই ঘটনা। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দেয় রাজ্য। সেই সময়ই 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর স্যালাইন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিকল্প হিসেবে বারুইপুরের বেসরকারি সংস্থা ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতোই চলছিল স্যালাইন ব্যবহার। তারই মাঝে কেন্দ্র ও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা হানা দেন স্যালাইন উৎপাদন কারখানায়। গুণমান পরীক্ষা করার পর তাঁরা জানান, ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইনেও সমস্যা রয়েছে। ফলে এই সংস্থাকেও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এরপরই তড়িঘড়ি স্বাস্থ্যদপ্তরের তরফে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। হাসপাতালগুলোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল' ও ফার্মা ইমপেক্স ছাড়া কোন সংস্থার কটি স্যালাইন রয়েছে। যে কোনও রোগী হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাথমিক চাহিদাই থাকে স্যালাইন। সেখানে একের পর এক সংস্থার স্যালাইন নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ায় সংকটের আশঙ্কায় স্বাস্থ্যদপ্তর। তার পরদিনই ফের ১৭টি ওষুধকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল।

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ
হে সৌম্য বিষাদ,
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির- মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে-
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।।

ঁকল্যাণেশ্বর সরকার
জন্ম: ০৫.১১.১৯৬৬ - মৃত্যু: ১৯.০১.২০২৫
তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত
প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী (স্ত্রী) আয়ুষ্মান সরকার (পুত্র)
অনুভব সরকার (পুত্র) দৈবিক সরকার (পুত্র)
স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি পরিবার
•স্মরণসভা•
শনিবার, ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, সন্ধ্যা ৬টায়
সাউথ সিটি ক্লাব ব্যাঙ্কোয়েট (সাউথ সিটি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের ভিতর)
৩৭৫, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৬৮

ঘন কুয়াশা দিল্লিতে, শীতে কাঁপছে হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লি এখনও শীতে কাঁপছে, সঙ্গে দোসর ঘন কুয়াশা। শুক্রবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি। শৈত্যপ্রবাহের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাও ফিরেছে দিল্লিতে, দূষণও বে।ছে। আগামী কিছু দিন দিল্লিতে কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দূষণ আবারও দিল্লিকে প্রভাবিত করেছে, এদিন সকালে আইটিও বিকাশ মার্গ-সহ দিল্লির বিভিন্ন এলাকা দূষণের কবলে ছিল।দিল্লি ছা।ও শুক্রবার সকালে কনকনে ঠান্ডায় কেঁপেছে হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশও। হরিয়ানার হিসার ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল, দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল প্রভাবিত হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হরিয়ানায় পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে আবহাওয়া দফতর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য মেঘ, হালকা বৃষ্টি, কুয়াশা এবং ৩ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।দেশের বিভিন্ন রাজ্য এদিন সকালে কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল, যেমন ও।শার ভদ্রক, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। আবার রাজস্থানের চুরু জেলার বিভিন্ন অংশ কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। হরিয়ানার জিন্দও কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল।

বাইপাসে আক্রান্ত তরুণীর মৃত্যু, গ্রেফতার এক মহিলা-সহ দু'জন

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বাইপাসের ধারে আক্রান্ত তরুণী প্রাণ হারালেন, কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর শরীরে একাধিক ছুরির কোপ বসানো হয়েছিল। এই ঘটনায় এক মহিলা-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত নাবালককে আটক করা হয়েছে। মৃত তরুণীর সঙ্গীর খোঁজ মেলেনি। মৃত তরুণীর নাম - রফিয়া সাকিল শেখ।প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মহম্মদ ফারুক আনসারির সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন রফিয়া সাকিল শেখ। তাঁরা দু'জন বৃহস্পতিবার রাতে বাইপাসের ধারে একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন। সেই সময়ে আচমকা তাঁদের উপর চড়াও হয় তিন জন। ফারুকের স্ত্রী শাহজাদি ফারুক এবং তাঁদের ১৬ বছরের পুত্র ছাড়াও ছিল ওয়াসিম আক্রম নামের এক যুবক। সে নাবালকের তুতো ভাই। তাঁদের দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ফারুক।রফিয়াকে ছুরি দিয়ে একাধিক বার কোপানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ওয়াসিম ওই তরুণীকে পালাতে বাধা দেয়। মূল আক্রমণ করে নাবালক। সঙ্গে ছিল তার মা-ও। তরুণী সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ধরে ফেলেন অভিযুক্তেরা। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং তিন জনকে আটক করে নিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তরুণীকে উদ্ধার করে রাতে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

হাওড়ার বালিখালে ভয়াবহ আগুন, ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান

হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল হাওড়ার বালিখালে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আগুন লাগে। আগুনের লেলিহান শিখায় বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকলের ছ'টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় দীর্ঘ ক্ষণ পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বালিখাল বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া একটি গ্যারাজে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আগুন লাগে। ওই গ্যারাজটিতে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত করা ছিল। সেখান থেকেই আগুন লাগে এবং তা দ্রুত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।অল্প সময়ের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেয় গ্যারাজ এবং সংলগ্ন রাস্তা। গ্যারাজের কাছে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী দোকান ছিল, সেগুলি প্রায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতে ঘটনাস্থলে যায় বালি থানা এবং বালি ট্র্যাফিক গার্ডের পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে।

সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ দেশের সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সংসদে এমনটাই জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিকেও পদক্ষেপ নিয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া থেকে, আমাদের মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ডের দিকে অগ্রসর হতে হবে। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের একটাই লক্ষ্য বিকশিত ভারত হওয়া।বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের উভয় কক্ষে শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, সমগ্র দেশ যাতে উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের সম্ভাবনা দেখতে পায়, তার জন্য প্রথম অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দেশে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার আরোগ্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ক্যান্সার রোগীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে, অনেক ক্যান্সারের ওষুধের উপর শুল্ক মকুব করা হয়েছে।অন্যদিকে যুবসমাজের শিক্ষা ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে নজর দিয়েছে ভারত সরকার। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, ভারত সরকার 'এক দেশ, এক নির্বাচন' এবং ওয়াকফ সংশোধনী বিলের দিকেও পদক্ষেপ নিয়েছে। সংসদের বাজেট অধিবেশন শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, আমার সরকার আদিবাসী সমাজের পাঁচ কোটি মানুষের জন্য 'ধরতি আবা আদিবাসী গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান' শুরু করেছে। দুই মাস আগে, আমরা আমাদের সংবিধান গ্রহণের ৭৫ বছর উদযাপন করেছি এবং কিছু দিন আগে, আমরা আমাদের ৭৫ বছরের যাত্রা সমাপ্ত করেছি। সমস্ত ভারতীযদের পক্ষ থেকে, আমি বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং সংবিধান কমিটির অন্যান্য সকলকে প্রণাম জানাই।রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে, ৭০ বছর অথবা তার বেশি বয়সী ছয় কোটি প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য বীমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এই মুহূর্তে ঐতিহাসিক মহাকুম্ভ চলছে। এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক জাগরণের উৎসব। ভারত ও বিশ্বের কোটি কোটি ভক্ত প্রয়াগরাজে পবিত্র স্নান করেছেন। মৌনী অমাবস্যায় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।অন্যদিকে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নে বিশ্বাস করে ভারত সরকার। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, ভারত সরকারের লক্ষ্য হল ৩ কোটি 'লক্ষপতি দিদি'। সংসদের বাজেট অধিবেশন শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সংসদের উভয় কক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বাজেট অধিবেশন।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেছেন, আমার সরকার মধ্যবিত্তের নিজস্ব বাড়ি থাকার স্বপ্ন পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এটি সংসদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এখন বিপুল সংখ্যক মহিলারা ফাইটার এয়ারক্রাফ্ট চালাচ্ছেন, পুলিশে যোগ দিচ্ছেন এবং দেশের কর্পোরেটদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমাদের মেয়েরা অলিম্পিক পদক জিতে দেশকে গর্বিত করছেন। রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, এখন আমাদের যুবকরা স্টার্টআপ থেকে খেলাধুলা থেকে মহাকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশকে গৌরবান্বিত করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে।রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভারতকে একটি বৈশ্বিক উদ্ভাবন শক্তিশালা করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, ইন্ডিয়া এআই মিশন শুরু করা হয়েছে। এখন ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিশ্ব খেলোয়াড় হিসাবে নিজস্ব উপস্থিতি অনুভব করছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও ভারতের ইউপিআই লেনদেন ব্যবস্থার সাফল্যে মুগ্ধ। আমার সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে।

মহাকুম্ভের ১৯-তম দিন, ৩০ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ৩১ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে চলছে মহাকুম্ভের পুণ্যস্নান। শুক্রবার ১৯-তম দিনে পড়লো মহাকুম্ভ মেলা। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বিগত ১৯ দিনে মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৩০ কোটির বেশি ভক্ত। শুক্রবার সকালে ৮টা পর্যন্ত ৪৩ লক্ষের বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৩০ কোটির বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন।গত বুধবারের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে মহাকুম্ভ মেলায় এখন পর্যাপ্ত পরিমানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মহাকুম্ভে পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে ৩ ফেব্রুয়ারি বসন্ত পঞ্চমীতে (তৃতীয় শাহী স্নান), এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি (মাঘি পূর্ণিমা) এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রিতে)।

ভারত বিশ্বব্যাপী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ ভারত বিশ্বব্যাপী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে সংসদে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাজেট অধিবেশনের প্রাক্কালে আমি সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী মা লক্ষ্মীকে প্রণাম করছি। আমি প্রার্থনা করছি, মা লক্ষ্মী আমাদের দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের আশীর্বাদ করতে থাকুন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারত নিজেকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি আমার তৃতীয় মেয়াদের প্রথম সম্পূর্ণ বাজেট। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, ২০৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করবে, ভারত নিজস্ব বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করবে এবং এই বাজেট দেশকে নতুন শক্তি ও আশা দেবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, ২০১৪ সাল থেকে এটিই প্রথম সংসদ অধিবেশন, যখন আমাদের বিষয়ে কোনও 'বিদেশি চিঙ্গারি' (বিদেশি হস্তক্ষেপ) দেখা যায়নি, যেখানে কোনও বিদেশী শক্তি আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেনি। আমি প্রতিটি বাজেট অধিবেশনের আগে এটি লক্ষ্য করেছি।অন্যদিকে তৃতীয় মেয়াদে ভারতের সর্বাত্মক উন্নয়নের দিকেই মনোনিবেশ করা হবে। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নারী শক্তি ও মহিলাদের ক্ষমতায়নকেই অধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে এদিন সকালে সংসদে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তৃতীয় মেয়াদে, আমরা যা করব তা হল ভারতের সর্বাত্মক উন্নয়নে মনোনিবেশ। আমরা মিশন মোডে এগিয়ে যাচ্ছি। উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি এবং বিনিয়োগ আমাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভীত। সংসদের এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক অনেক বিল ও সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হবে। যথাযথ ও বিস্তারিত আলোচনার পর এগুলিকে আইনে পরিণত করা হবে। বিশেষ করে নারী শক্তি ও নারীর ক্ষমতায়ন হবে মূল কেন্দ্রবিন্দু। সংস্কার, সঞ্চালন এবং রূপান্তর হবে আমাদের ফোকাসের দ্বিতীয় ক্ষেত্র।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এই বাজেট অধিবেশনে, সমস্ত সাংসদ বিকশিত ভারতকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখবেন, বিশেষ করে তরুণ সাংসদরা, কারণ এটি তাঁদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। তাঁরা বিকশিত ভারতের সাক্ষী হবেন। আমি আশা করি, আমরা মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করবো।

'আপদা' যা বলে তার ঠিক উল্টোটা করেঃপুষ্কর সিং ধামি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ দিল্লির মোতি নগরে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা পুষ্কর সিং ধামি। শুক্রবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি দিল্লির মোতি নগর বিধানসভা কেঃেদ্রর বিজেপি প্রার্থী হরিশ খুরানার সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় অংশ নেন।পুষ্কর সিং ধামি এদিন বলেছেন, এই (এএপি) সরকার জল জীবন মিশনের অধীনে জনগণকে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করেনি অথবা

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখীই, শুক্রবারও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকল ২১ ডিগ্রির ঘরেই। ফলে শীতের আমেজ একধাক্কায় উধাও হয়ে গিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার-পাঁচ দিনও স্বাভাবিকের উপরেই থাকবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোয় এবার ঠান্ডা মালুম হবে না। একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝাতেই মাঘ মাসে শীত উধাও। এ ছাড়া, অসম এবং হরিয়ানায় রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। সঙ্গে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আসছে জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ফলে আপাতত বঙ্গে শীতের ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। সরস্বতী পুজোর সময়েও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের শেষে পারদ সামান্য নামতে পারে। সেই সময় দিন কয়েকের জন্য শীতের আমেজ ফিরলেও ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই এই যাত্রার মতো বঙ্গ থেকে বিদায় নেবে শীত। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৫মনিট এবং রাত ১ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৮মিনিট এবং অস্ত ৫টা ১৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৮মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজীঃ৩১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৬ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১১মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১৪মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৪৭ঃ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃরোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ ০৩ঃ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ ৪১ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬

মোদী সরকার কৃষক, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে বদ্ধপরিকরঃজিতেন রাম মাঁঝি

গয়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষক, শ্রমিক, বেকারদের অবস্থার উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মাঁঝি। শুক্রবার বিহারের গয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম বলেছেন, এই বাজেটে আমি একটা কথা যোগ করতে চাই- সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য- কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করা হচ্ছে না।কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে নিজের প্রত্যাশা প্রসঙ্গে মাঁঝি বলেছেন, আমি এই বাজেট থেকে আশা করছি, অসংগঠিত ক্ষেত্রে জড়িতদের মঙ্গল অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। একজন মন্ত্রী হিসাবে আমি এমএসএমই সেক্টরের দেখাশোনা করছি - এর অধীনে, বিশ্বকর্মা যোজনা আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে তহবিলের ঘাটতি আছে এবং বরাদ্দে একটি সমস্যা রয়েছে। আমি চাই এমএসএমই সেক্টরের জন্য তহবিল বাড়ানো হোক।

'বিষাক্ত' যমুনা বিবাদে সাইনিকে বিঁধলেন কেজরিওয়াল, ইসিআই-এর ভূমিকায় ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ 'বিষাক্ত' যমুনা বিবাদে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনিকে বিঁধলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেজরিওয়াল। শুক্রবার কেজরিওয়াল বলেছেন, অতিশী ও ভগবন্ত মান নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি লিখে বিষয়টি উত্থাপন করে পদক্ষেপ নিতে বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পরিবর্তে আমি আওয়াজ তোলার জন্য আমাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমি দিল্লিতে জলের সঙ্কট ঘটতে বাধা দিয়েছি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি দিল্লিতে বিষাক্ত জল পাঠিয়ে এবং দিল্লিতে কৃত্রিম জল সংকট তৈরি করার চেষ্টা করে অপরাধ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত, নির্বাচন কমিশন যদি পদক্ষেপ না নেয়, বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এই পদক্ষেপ সর্বনাশা প্রমাণিত হবে। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, আমরা ৭ পিপিএম অ্যামোনিয়া-সহ যমুনার জলের তিনটি বোতল নিয়ে তাঁদের (নির্বাচন কমিশন) হাতে তুলে দিচ্ছি। আমরা তাঁদের দেশের সামনে সেই জল পান করার চ্যালেঞ্জ জানাই।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা তৈরির চেষ্টা করছেনঃপ্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃআম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। শুক্রবার যোশী বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল দুই রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা তৈরির চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোশী বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তথাকথিত ইন্ডি জোটের নেতারা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বজায় রাখে না। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যেভাবে দু'টি রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, তা নিন্দনীয়।শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। শনিবার কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। বাজেট পেশ হওয়ার একদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেছেন, ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় ভালো করছে।

সোনিয়ার বিতর্কিত মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সুকান্ত মজুমদার, বিঁধলেন রাহুলকেও

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সম্পর্কে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিতর্কিত মন্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন কংগ্রেসকে জাতীয় দল হিসাবে বিবেচনা করা হত। যখন থেকে রাহুল গান্ধী দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন থেকে জেএনইউ-এর চরম বামপন্থীরা তাঁর উপদেষ্টা।সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, এই কারণে তাদের সকল নীতি ও বক্তব্য সমস্ত সাংবিধানিক পদের প্রতি অবমাননাকর। একজন আদিবাসী মহিলা, যিনি ভারতের প্রথম নাগরিক হয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে এমন বক্তব্য কংগ্রেসের থেকেই প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। রাষ্ট্রপতির ভাষণের সমালোচনা করে তিনি তাঁকে 'বেচারা লেডি' বলে কটাক্ষ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে সোনিয়া গান্ধীকে প্রশ্ন করা হলে, শুরুতে তিনি সরাসরি কিছু বলেননি। তবে, সনিয়া ও রাহুল গান্ধীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। এরপর, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে সোনিয়া বলেন, 'এগুলো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি'। এরপর রাহুল গান্ধী বলেন, রাষ্ট্রপতির ভাষণ একঘেয়ে ছিল। তখন সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'বেচারা মহিলা... রাষ্ট্রপতিজি শেষের দিকে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।'

পানিহাটিতে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের পূজা মঞ্চ সম্মুখে বরণ করে নেওয়া হল নির্মল ঘোষকে

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃপানিহাটি কিশোরী মোহন ব্যানার্জি রোড ও জয়গোপাল রায় চৌধুরী রোড সংযোগস্থল সংহতি সংঘের মাঠ (শীতলা বাড়ির উল্টোদিকে) তথা নির্ভীক সংঘের মাঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কৃপাসিন্ধু গুরুদেব শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের চতুর্থ বার্ষিক স্মরণোৎসব। এই আনন্দমুখর ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন বিশেষ অতিথি রূপে পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। তাকে পেয়ে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের পূয্যপাঠ মঞ্চ সম্মুখে উলু দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় বিধায়ক তথা মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়কে। বিধায়ক নির্মল ঘোষ এদিন বললেন, আমরা সব সময় শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকি, আমরা সব সময় নানা অনুষ্ঠানের সার্থক কামনা করে পরিচালকমন্ডলী ও কর্মকর্তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করি। তাদের পাশে সব সময় থাকার বার্তা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

সাব্রুমে আবারও দেবালয়ে চুরি, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ৩১ জানুয়ারি ঃ দেবালয়ে বারবার চুরির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত যুবকদের দৌরাত্ম্য ঘটনার মূল কারণ।গত বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম শহরের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে চুরি যায় বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ। যার মধ্যে রয়েছে মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম, কাঁসার, ঘন্টা, গীতা, ভাগবতসহ অন্যান্য সামগ্রী। এই ঘটনার পর স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।শুক্রবার সকালে বিষয়টি সব্রুম থানার পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। এলাকাবাসী চোরদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দেবালয়গুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, এটি প্রথম নয়, এর আগেও বেশ কয়েকটি দেবালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দোষীদের শনাক্ত করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে এবং অচিরেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কল্যাণীর ডাক্তার কে.আর. অধিকারী কলেজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫

দুরন্ত বার্তা,৩১জানুয়ারিঃকল্যাণীর ডাক্তার কে. আর. অধিকারী কলেজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫, কলেজের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকাল ৯ টা থেকে বেলা ৩ টে পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং সা।ম্বরে সম্পন্ন হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মোট ১২ টি ইভেন্টে কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক ডঃ বিমলেন্দু বিশ্বাস, পান্নালাল ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষক ডঃ রমেন ভাওয়াল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর অলোক ব্যানার্জি মহাশয় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সহ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী। সকাল থেকে শেষ বেলা পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ-অধ্যাপক ডাক্তার তপন অধিকারী মহাশয়।

বাঁকুড়া জেলার গর্ব- আদর্শ শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী মধুসূদন দে র শুভ জন্মদিন

দুরন্তবার্তা, বাঁকুড়াঃসন ১৯৬৮ সাল। ১ লা ফেব্রুয়ারি। বাঁকুড়া জেলার গর্ব-মধুসূদন দে -র শুভ জন্মদিন। জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের মানডিহা গ্রাম ।১৯৯৯ সালের ১ লা জুলাই তিনি শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। শিক্ষকতা জীবনের প্রথম কুড়ি বছর তিনি কোনো প্রকার ছুটি ভোগ না করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি আদিবাসী স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে দীর্ঘ ৭ বছর স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। সমাজ সেবা ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মধুসূদন দে বাঁকুড়া জেলার একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তিনি বাঁকুড়া জেলার একজন স্বনামধন্য কবি। পাখির কূজন, বসন্ত এসেছে, জল বাঁচাও ,আমার গ্রাম, পেঙ্গুইন, আমরা শ্রমিক, জন্মভূমি, আমরা শপথ করি, বুনো হাতি প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা।পরাশর মুনির গল্প, শ্মশানের উপর পঞ্চাশ পয়সা, অভিমানী দীপান্বিতা প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প।বিশ্ব শান্তির প্রতীক মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র ও ভারতের স্বাধীনতা, ক্ষুদিরাম বসুর ছেলেবেলার দিনগুলি, ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জন্য নিবেদিত, বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগর, বিপ্লবী বাঘা যতীন, শহিদ ভগত সিং, বৈ□ানিকদের মৃত্যুদণ্ড মানব সভ্যতার লজ্জা,আমাদের সকলের মা সারদা, ধন্য বঙ্গমাতা ভগবতী দেবী প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ বাংলার পাঠকের কাছে দারুণ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একের পর এক প্রবাহমান শিক্ষা কেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও উচ্চ বিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন।২০১৯ সালে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লাভ করেছেন শিশু মিত্র খেতাব।মানডিহা গ্রাম নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের গবেষণা পত্র এক ঐতিহাসিক দলিল। তিনি একজন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার। একজন অসাধারণ বাগ্মী। খেলাধুলা পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসাবে শিক্ষক মহাশয়ের দক্ষতা অতুলনীয়। এক কথায় তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শিক্ষক মহাশয়ের সমাজকে উন্নত করার নিরলস কর্ম প্রচেষ্টা কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বাংলার জনপ্রিয় দৈনিক সংবাদপত্র দুরন্ত বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকে শিক্ষক মহাশয় কে তাঁর শুভ জন্মদিনে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কলকাতার মেট্রোপলিটানে মহিলাকে কোপের পর কোপ মারে এক তরুণ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে এক ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী রইল কলকাতা। শহরের জনবহুল জায়গা মেট্রোপলিটান এ মহিলাকে কোপের পর কোপ মারে এক তরুণ। সেই তরুণের সঙ্গে ছিল আরেক মহিলাও। রাজপথ হয়ে যায় রক্তাক্ত। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তরুণীকে গঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচারও হয়, তবে তাঁকে বাঁচানো যায়নি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাত দুটো নাগাদ মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের আক্রোশ থেকেই বাইপাসে হামলা চালিয়ে তরুণীকে খুন করে নাবালক। জেরা করে এমনই দাবি পুলিশ সূত্রে। মেট্রোপলিটানকাণ্ডে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে, হামলাকারী ও তার সঙ্গী সহ ৩ জনকে। প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত তরুণীর সঙ্গে নাবালকের বাবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। বাইপাস ধাবার সামনে বাবা ওই তরুণীর সঙ্গে দেখা করবে খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার ধাবার কাছে পৌঁছে যায় নাবালক। আর তারপরই মেট্রোপলিটানে রাস্তার ওপর তরুণীকে ধাওয়া করে সে। তারপর রাস্তার ওপরই ধারাল অস্ত্র দিয়ে একের পর এক কোপ মারা হয় তরুণীকে। রক্তে ভেসে যায় রাস্তা। জারাকার লোকজনই ছুটে হামলাকারীকে ধরে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় হামলাকারী নাবালকের পাশাপাশি তার পরিবারের এক সদস্যকেও আটক করা হয়েছে। এবার এই ঘটনার পিছনে আসল কারণ কী, কার কী ভূমিকা , খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সল্টলেকে রক্তাক্ত মৃত অবস্থায় উদ্ধার যুবক ভিক্টর গাঙ্গুলী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে সল্টলেকের এ এইচ ব্লকের বাসিন্দা ভিক্টর গাঙ্গুলী স্কুটি নিয়ে রাত একটা নাগাদ বৈশাখীর দিক থেকে সি এফ এর দিকে যাচ্ছিল সেই সময় সামনে স্পিড বেকার ছিল স্কুটির গতি কমাতে পেছন থেকে গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় রক্তাক্ত অবস্থায় ছিটকে গিয়ে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত লেগে মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করে ডাক্তাররা। তবে যথাযথ স্থানে সিসিটিভি না থাকায় সংযোগকারী রাস্তায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিতকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে উত্তর বিধান নগর থানার পুলিশ। গতকালই বিধাননগর পুলিশের পক্ষ থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়েছিল তারপরেও বেপরোয়া গতি এবং কুটি চালকের মাথায় হেলমেট না থাকা কারণেই মৃত্যু।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হাওড়ার বালিখাল বাসস্ট্যান্ডে

দুরন্ত বাতাও, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হাওড়ার বালিখাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় গুমটি দোকানে জমিয়ে রাখা দাহ্য সামগ্রী। যেখানে এদিন আগুন লাগে তার পাশেই ছিল ৫৪ এবং ১০ নম্বর রুটের পাবলিক এবং মিনি বাসস্ট্যান্ড। বহু বাস দাঁ।ড়িয়ে ছিল সেই সময়। তবে আগুনের খবর পেয়ে একে একে সব বাস সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। প্রায় ঘন্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বালি দমকলের ওসি সোমনাথ প্রামাণিক বলেন, 'প্রায় ৮ হাজার স্কোয়ার ফুট এলাকা জুড়ে এদিন আগুন লাগে। ঘটনার সময় কমপক্ষে প্রায় ১৫টি পাবলিক বাস সেখানে স্ট্যান্ডে দাঁ।ড়িয়েছিল। বাসগুলোকে ব।স। অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায কেউ হতাহত হয়নি। প্রায ঘন্টা দু'য়েকের চেষ্টায আগুন আয়ত্তে আসে। রাত বারোটা পনেরো নাগাদ এদিন আগুন লাগে। এরপর দমকলের আটটি ইঞ্জিন যুদ্ধকালীন প্রচেষ্টায় রাত ২-৩৫ মিনিট নাগাদ আগুন আয়ত্তে আনে। কিভাবে আগুন লাগে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাসে আগুন লেগে গেলে আগুন ভয়াবহ আকার নিতে পারতো।'

বচসার জেরে এক যুবককে কুপিয়ে খুন বাঁকড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার রাতে এক যুবককে কুপিয়ে খুন করা হল বাঁকড়ার মণ্ডুলপাড়ায়। প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ, টাকাপয়সা নিয়ে বচসার জেরে ওই খুন হয়েছে। জার্জিস আনসারি নামে ওই যুবক মণ্ডুলপাড়ার একটি চেয়ার কারখানায় কাজ করতেন। ওই কারখানার ভেতরেই তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয়। শুক্রবার ভোররাতে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, টাকা পয়সার লেনদেন নিয়ে সহকর্মী অপর এক যুবক বছর কুড়ির ফোউম আনসারির সঙ্গে কারখানার ভিতরেই বচসা বাঁধে। অভিযোগ, তখনই জার্জিসকে হাত পা বেঁধে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপায় ফোউম। গুরুতর আহত অবস্থায় জার্জিসকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অস্ত্রের আঘাতে আহত হয় ফোউম আনসারিও। তাঁকে প্রথমে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরেই ডোমজুড় থানার পুলিশ ফোউমকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, জার্জিসকে ওই কারখানায় কাজে নিয়ে এসেছিল ফোউম। কিন্তু জার্জিস ঠিকমতো টাকাপয়সা পাচ্ছিল না। তা নিয়েই ফোউমের সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাতে জার্জিসের বচসা হয়। এরপরই ফোউম জার্জিসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

আজ বারাসাতের কাছারি ময়দানে ২৯ তম যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা একাডেমির সভাপতি শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মাননীয মন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রনীল সেন, মাননীয মন্ত্রী শ্রী ব্রাত্য বসু,মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রথীন ঘোষ, মাননীয় সাংসদ শ্রী পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক তথা বিধানসভার চিফ হুইপ নির্মল ঘোষ,বিধাননগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, জেলাশাসক শ্রী শরদ কুমার দ্বিবেদী সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। ছবি সুবল সাহা

কারখানার মধ্যেই যুবককে ধারালো কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে খুন হাওড়ার বাঁকড়া মণ্ডলপাড়ায়, ধৃত অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ কারখানার মধ্যেই যুবককে ধারালো কাঁচি দিয়ে কুপিয়ে খুন হাওড়ার বাঁকড়া মণ্ডলপাড়ায়, ধৃত অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার বাঁকড়া মণ্ডলপাড়ায়। জারজিস আনসারি নামের ওই যুবক মণ্ডলপাড়ার একটি চেয়ার কারখানায় কাজ করতেন। ওই কারখানার ভেতরেই তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। কাজের সময়ে টাকা নিয়ে বচসা বাধে দু'জনের মধ্যে। তখনই খুব সম্ভবত ধারালো কাঁচি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় জারজিস আনসারিকে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ফৌম আনসারিকে আটক করা হয়েছে। তিনিও ঘটনায় আহত হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মাত্র কয়েকদিন আগেই ওই কারখানায় কাজে যোগ দেন ঝা।খণ্ডের দেওঘরের বাসিন্দা ওই দুই শ্রমিক। এই ঘটনার বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, আমাদের কাছে খবর আসে বাঁকড়ায একজন লোক জখম অবস্থায় পড়ে আছেন। ওনার মাথায গুরুতর আঘাত ছিল। মনে

হয়েছে তাঁকে কুপিয়ে মারা হয়েছে। ওনার পাশে একজন ছিল তাঁর হাতেও চোট ছিল। যাঁর হাতে চোট ছিল তিনি তাঁর নিজের বযানে জানিয়েছিলেন একজন অপরিচিত লোক এসে যিনি ঘুমিয়েছিলেন ওনাকে আক্রমণ করে খুন করে। এর সঙ্গে তাঁকেও জখম করে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। ওনার কথায় অসঙ্গতি পাওয়ায় সিসিটিভি চেক করা হয়। আশেপাশে খোঁজ চালানো হয। সেখান থেকেই একটা কাঁচি পাওযা যায। সেই কাঁচিতে রক্তের দাগ ছিল। এরপর আবার জেরা করা হয় জখম ব্যক্তিকে। পুলিশের জেরায় অবশেষে তিনি স্বীকার করেন যে এই খুনের ঘটনায় তিনি যুক্ত। জেরায় তিনি জানিয়েছেন দু'জনেরই বাড়ি ঝাড়খণ্ডের দেওঘরে। কিছুদিন আগে তাঁরা দুজনেই শ্রমিকের কাজ করতে এখানে এসেছিলেন। অভিযুক্ত মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পেতেন। সেই টাকা না পাওয়ার জন্য রাগে তাঁকে খুন করেন বলে জানা গেছে।

হুগলির ভদ্রেশ্বরে মানসিক প্রতিবন্ধীরা সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে পুজো করছেন

মলয় সুর, হুগলি, ৩১ জানুয়ারি ঃ হুগলির ভদ্রেশ্বরে শিক্ষাবিদ অশোক চক্রবর্তীর ভাবনা থেকে ১৯৯২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তার পরিকল্পনায় প্রতিষ্ঠিত হয় ' মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুল। এটি বিশেষ শিক্ষাও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক পোষিত হয়। ভদ্রেশ্বর তটিনী সিনেমা হলের কাছে মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য রাজ্য সরকারের একমাত্র বিশেষ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনুমোদিত। বর্তমানে ১৬১ জন ছাত্র এখানে পঠন পাঠন করে। তিনটি বিভাগ রয়েছে এ -তৃতীয় শ্রেণি , বি -ক্লাস ফাইভ, ও সি - অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এখানে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন। এখানে কুড়িজন শিক্ষার্থী হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। অনেক দূর থেকে শিক্ষার্থী আসে। তাদের পড়াশোনার সমস্ত খরচ সরকারি বহন করে। তবে হোস্টেলের খরচ নিজে বহন করতে হয়। প্রতিবছর মাস এডুকেশন থেকে তাদের ইউনিফর্ম , স্কুল ব্যাগ, জুতো দেওযা হয। বিদ্যালযটি এনআইওএস অধীনে রয়েছে। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার মাধ্যমে

শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। পড়াশোনার সাথে সাথে আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা ও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেওয়া হয় যাতে বৃহত্তর সমাজের মূলধারায় সহজেই এরা মিশে যেতে পারে। পড়াশোনা বাদে নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নজর কাড়া সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে পুজো হয। পাশাপাশি হাতের তৈরি জুটের ব্যাগ, নানা ধরনের মসলা বানানো, ফেব্রিকের কাজ, পুঁতির ব্যাগ এই সমস্ত বাগদেবীর আরাধনার সময় প্রদর্শনীতে দেখা যায়। একজন আংশিক সময়ের চিকিৎসক আবাসিক ও অনাবাসিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে দেখভাল করেন। এই দেশে প্রতিবন্ধকতার অন্যতম মূল কারণ অপুষ্টি তাই শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাওয়ার দিকে নজর দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট অশোক চক্রবর্তী বলেন, প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবহার ব্যবস্থা করা হয়। এখান থেকে ১৯৯৮ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড লার্নিং ডিজেবল ফুটবলে দুজন - সুরজি মন্ডল ও সঞ্জয় মালো ফুটবল খেলেছেন। এখান থেকে পড়াশোনা করে বহু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে-মেয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হরিপালের মালিয়াতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন উপস্থিত মন্ত্রী-চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বেচারাম মান্না

বনস্পতি দে, হরিপাল, ৩১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার হরিপালের

মালিয়ার বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন ও আলাপচারিতা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা সভানেত্রী বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না,বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ জেলাস্তরের নেতৃত্ববৃন্দ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বললেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন জেলা ভিত্তিক চারিদিকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্মেলন হবে এতে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে কিভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থাকা যায় সেসব নিয়ে নানা আলোচনা। এদিন আরামবাগ লোকসভা ভিত্তিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সম্মেলন হল তৃণমূল রাজ্যসভা নেত্রী চঃিদ্রমা ভট্টাচার্য এসেছিলেন, তিনি বলেন আমরা বিরোধীদের রাজনৈতিক মোকাবিলায প্রস্তুত আছি। ৬০০০ মহিলা তৃণমূল সদস্য এই সম্মেলনে এসেছিলেন এদিন দূর-দূরান্ত থেকে মহিলা তৃণমূল সদস্যরা এই সম্মেলনে যোগ দিলেন তাদের উসাহ ছিল দেখার মতো। এদিন প্রদীপ জ্বালিযে সম্মেলনের সূচনা করলেন রাজ্যের নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হরিপালের বিধায়ক তথা আরামবাগ মহিলা সাংগঠনের সভানেত্রী ডাক্তার করবি মান্না মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হলো কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি সু ন্দরবনের অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র কুলতলির জামতলা।এখান থেকেই কৈখালি ও মৈপীঠ যাতায়াতের মূল জায়গা। নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচতে দিন এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২৫ শে জানুয়ারি থেকে ৩১ শে জানুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। শুক্রবার এই সপ্তাহের শেষ দিনে কুলতলি ব্লক প্রশাসন,কুলতলি থানা ও জয়নগর সাব ট্রাফিকের উদ্যোগে কুলতলি থানার জামতলায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়।এদিন পুলিশ, সিভিক, স্কুল পড়ুয়ারা পথ নিরাপত্তার হোডিং, পোস্টার নিয়ে জামতলায় একটি সচেতনতা মূলক পদযাত্রায় অংশ নেন।এর পরে জামতলা মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। যাতে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর ডি এম ডি সি আপতাফ আলম,কুলতলির জয়েন্ট বিডিও সৌরভ দাশগুপ্ত, কুলতলি থানার এস আই অর্ঘ মন্ডল,কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার,কুলতলি ব্লক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক অশোক মন্ডল,জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি রবীন্দ্রনাথ সরদার, বারুইপুর মোটরভেকিলসের এক আধিকারিক সহ আরো অনেকে। এদিন পথ নিরাপত্তার খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তারা।এদিন পথচলতি কয়েক জনের হাতে হেলমেট তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই পথ নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়া হয়। আর তাঁর পর থেকে এই বিষয়ে একাধিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করার ফলে বর্তমানে পথ দুর্ঘটনার হার আগের চেয়ে কমেছে।

নিজের প্রেমিকার মুখ ফাটিয়ে কারাগারে গেল কৃষ্ণ রায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ দু বছর ধরে জনৈক একটি মেয়ের সাথে লিভ টুগেদার করতেন চাদঁপুর লেনিনগড় ই ব্লক নিবাসী কৃষ্ণ রায় (২৭)। পেশায লেবার। দু বছর শুধু লিভ টুগেদার নয মহিলার পযসায রীতিমতো আযেশ করতেন গুনধর কৃষ্ণ। কিন্তু দু বছর পরে হঠা পাত্রী না পসঃদ হওযাতে এবং চাহিদা মতো টাকা পযসা না দেওযাতে মেযেটিকে মারধর করে মুখ ফাটিয়ে দেয় অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে নববারাকপুর থানার অন্তর্গত পুরসভার ৯নং ওয়ার্ডে নেতাজী সুভাষ রোডে। মারধরে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে মেয়েটি তখন তার চিকিৎসার কোনও সাহায্য করেনি গুনধর অভিযুক্ত। মেয়েটি মধ্যমগ্রামের একটি বিউটি পার্লারে বিউটিসিয়ানে কাজ করে বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৯ জানয়ারি বুধবার রাতে। তারপর বিউটি পার্লারের মালিক মেয়েটি কে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে শুক্রবার নববারাকপুর থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে নববারাকপুর থানায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। এবং শুক্রবার পুলিশ অভিযুক্ত কে গ্রেপ্তার করে। এদিন সকালে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক অভিযুক্ত কে জেল হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কমিউনিস্ট শাসনের নৃশংস কালো অধ্যায়, স্মরণে বিজেপি

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ সু ন্দরবনের মরিচঝাঁপির ৪৬-তম বর্ষপূর্তির ঘটনা শুক্রবার স্মরণ করল বিজেপি। ঘটনাস্থলে সমাবেশ এবং সামাজিক মাধ্যমে স্মরণ করা হয় দিনটিকে। এ ব্যাপারে বিজেপি নেতা দেবজি সরকারের এক্স-বার্তার লেখা শেয়ার করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রাহুল সিনহা। দেবজিবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ১৯৭৯ সালের জানুযারিতে পশ্চিমবঙ্গের সু ন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে ঘটে এক বর্বর গণহত্যা। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত নিম্নবর্ণের হিঃ দু শরণার্থীরা সিপিআই(এম)-এর প্রতিশ্রুতিতে আশ্রয়ের আশায় এখানে বসতি গড়ে তোলে। কিন্তু জ্যোতি বসুর সরকার প্রতারণা করে, বরং তাদের নির্মূল করতেই চায়। সরকার খাদ্য, জল, ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ২৪-৩১ জানুযারি পুলিশ ও পার্টি ক্যাডাররা গুলি চালিয়ে হাজার হাজার শরণার্থীকে হত্যা করে। নারী ও শিশুরাও রেহাই পায়নি। লাশ নদীতে ফেলে কুমিরের খাবার বানানো হয়, আহতদের বাঘের জঙ্গলে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ-সবই চলে নির্মমভাবে। এই হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিতে প্রচারমাধ্যমের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বিচার হয়নি, হযনি স্বীকারোক্তি। গণহত্যা চাপা পড়ে গেছে বাম-অন্ধ বুদ্ধিজীবীদের চাটুকারিতায়।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বিষয়ে সচেতনতা গড়তে পদযাত্রা পুলিশের

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,৩১ জানুয়ারি ঃ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের শেষ দিনে শুক্রবার

বসিরহাট বোট ঘাট থেকে এক সচেতনতা মূলক পদযাত্রা র আয়োজন করা হয় বসিরহাট জেলা পুলিশ ও বসিরহাট মহকুমা প্রশাসনের তরফে। বোট ঘাট থেকে শুরু হয়ে বসিরহাট টাউন হলে এসে শেষ হয পদযাত্রা। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতা মূলক বার্তা দেওয়া হয় পদযাত্রা থেকে। পাশাপাশি এদিন বসিরহাট টাউন হলো প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা,সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হেলমেট ব্যাবহার সম্পর্কিত সচেতনতার বার্তা সহ পথ নিরাপত্তা বিষয়ক বার্তা দেওয়া হয় জেলা পুলিশের তরফে। দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের এই উদ্যোগে পদযাত্রা সহ, টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাটের মহকুমা শাসক,বসিরহাটের এস.পি, বসিরহাট পৌরসভার পৌর প্রধানা সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) সুরাজ সেখ পিতা সালাম সেখ সাং মহম্মদপুর ২) জীতেন্দ্র কুমার জৈন পিতা নির্মল কুমার জৈন সাং জঙ্গীপুর সাহেব বাজার উভয়ে পোঃ জঙ্গীপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিঃদা। অত্র থানার অধীন ১২২ নং কুলোড়ী মৌজায় ৫৮২৬, ৫৮২৭, ৫০২৯ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত ৩২, ৩৩, ২৮, ৩১, ২৯, ৩০ নং দাগে মোট ৩০ ২৬৭ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৪ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-১৬৭২৯ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার জাগুনপাড়া নিবাসী আতিকুল ইসলাম পিতা মৃত ইউনুস আলি বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) আবুল কালাম সেখ ওরফে আবুল সেখ পিতা মৃত কুবেদ সেখ ২) আবু তাহির সেখ পিতা জামাল সেখ উভয়ে সাং উমরপুর পোঃ ঘো।শালা থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১১১ নং উমরপুর মৌজায় আমাদের যথাক্রমে পৈতৃক ও খরিদা ১৫১ ও ২২১৪ নং খতিয়ানভুক্ত ২৬৭ ও ২৬০ নং দাগে মোট ১১.৭৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২২ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-১৮৬০১ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর নিবাসী আযুর সেখ পিতা মৃত ফকির মহম্মদ ও আবু তাহির সেখ পিতা জামাল সেখ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) গোলাব সেখ ২) অনুয়র সেখ ওরফে আনোয়ার সেখ ৩) সামায়ুন সেখ ৪) মোজাম্মেল সেখ ৫) ফাইজুদ্দিন সেখ পিতা মৃত পেশকার সেখ ওরফে পেসকার আলি ওরফে পেস্কার হোসেন সাং জোতসুন্দর পোঃ- খোদারামপুর ৬) সাবনারা বিবি স্বামী সামসুল সেখ সাং নয়ামুকুন্দপুর পোঃ দয়ারামপুর ৭) সেতারা বিবি স্বামী ফারুজ সেখ সাং খড়িবোনা পোঃ রঘুনাথগঞ্জ সকলে থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১২৩ নং সেলালপুর মৌজায় ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে নথিভুক্ত ৪৩ ও ৪৫ নং দাগে মোট ২৩.৫৮ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-১০২২৩ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার রমজানপুর তালাই নিবাসী কলি সেখ পিতা রফিক সেখ ও সেখ আব্দুল রহমান পিতা সেখ নুর ইসলাম বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) গোলক মন্ডল ২) যষ্টি মন্ডল পিতা অতুল মন্ডল উভয়ে সাং সোনাটিকুরী পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা-মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র খানার ১২০ নং সেলালপুর মৌজায় ১০২৮ ও ১০২৯ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে নথিভুক্ত ৪৭ নং দাগে ৪৩ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২০ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book I-১৮০৮৫ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ খানার রমজানপুর তালাই নিবাসী কলি সেখ পিতা রফিক সেখ ও সেখ আব্দুল রহমান পিতা সেখ নুর ইসলাম বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, সাকুরুদ্দিন সেখ পিতা মৃত নাসিরুদ্দিন সেখ সাং আইলের উপর চাঁইপাড়া পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ৯৪ নং সুজাপুর মৌজায় ১৫৬৪ নং খতিয়ানে আমার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত ৬৩ নং দাগে আমার ৪.৭৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-৮৪৯১ নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার লালগোলা থানার সীতেশনগর নিবাসী মোঃ সানাউল্লাহ বিশ্বাস পিতা মৃত শিশ মহম্মদ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) আমিনা বেগম স্বামী মৃত ইসা ওরফে মহঃ ঈশা বিশ্বাস ওরফে মহম্মদ ইসা ২) সোলেমান সেখ ৩) আলি হোসেন ৪) বেলাল সেখ ৫) রিজিয়া বিবি ৬) মোতাহার সেখ ৭) বাকিব বিশ্বাস সকলের পিতা মৃত ইসা ওরফে মহঃ ঈশা বিশ্বাস ওরফে মহম্মদ ইসা সকলে সাং রামপুর মাঠপাড়া পোঃ বাজপুত তেঘরী থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৮৯ নং রামপুর মৌজায় ২৮৬ খতিয়ানভুক্ত ৩৭৯, ৫৮৫, ৬১১, ৬২২, ৭৪৬ নং দাগে আমাদের ওয়ারীশান ও খরিদা মোট ২৫৯.৫৬৬৭ শতক এবং ৮৫ নং কাশিয়াডাঙ্গা মৌজায় ৭৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১৬৮ নং দাগে ৯.২ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২০ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-৭০৮৬ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার রামপুর মাঠপাড়া নিবাসী জাকির সেখ ও রাকিব সেখ পিতা মৃত ইসা ওরফে মহঃ ঈশা বিশ্বাস ওরফে মহম্মদ ইসা বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) বুসাল সিং পিতা মৃত গঙ্গারাম সিং ২) সুনীতা সিং স্বামী খুসাল সিং উভয়ে সাং দেউলী কলোনী পোঃ ও খানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৯৬ নং দেউলী মৌজায় আমাদের খরিদা ২৫২, ৩৭২, ৩৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত ৬৪৭ নং দাগে ৪.১২৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-৮১৯৮ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার বঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরী কলোনী নিবাসী পরিমল মন্ডল পিতা হরিপদ মন্ডল বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, মুসা সেখ পিতা মৃত সাহ আলম সেখ সাং আইলের উপর পোঃ ও থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজায় ১৭২১ নং খতিয়ানভুক্ত ৯০৩ নং দাগে আমার পৈতৃক ৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২১ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-৪৯১৩ নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার আইলেরউপর নিবাসী মজিবুল সেখ পিতা মোস্তাকিম সেখ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) আতাউদ্দিন সেখ ওরফে আতাবুদ্দিন সেখ ২) আবু বাক্কার সেখ পিতা মৃত সাবুরুদ্দিন সেখ উভয়ে সাং ও পোঃ দিয়া।রানীনগর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১৪৪ নং দিয়া। রানীনগর মৌজায় আমাদের মালিকানাধীন ৩৫০, ১১৬ নং খতিয়ানের ৩০২ ও ৩০৩ নং দাগে মোট ৯.৯০ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২২ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-৬০২৪ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার দফরপুর নিবাসী সফিকুল সেখ পিতা মৃত বুনিয়াদ সেখ ও দিয়া। রানীনগর নিবাসী কামাল সেখ পিতা আবুল কাশেম সেখ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) মন্টু সেখ পিতা মৃত মোস্তাকিম সেখ সাং কৃষ্ণশাইল পাঠানপাড়া পোঃ খামড়া ২) জিয়াবুল সেখ পিতা জমসেদ সেখ সাং ও পোঃ- খোদারামপুর ৩) মহঃ সাহিন সেখ পিতা মৃত মহঃ নিয়াজুদ্দিন সেখ সাং মহম্মদপুর মাল্লাপাড়া পোঃ জঙ্গীপুর, সকলে থানা বঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১১৮ নং তালাই মৌজায় ৭৮১৮, ৭২২০, ৭৩৭৩ নং খতিয়ানে আমাদের নিজ নিজ নামে নথিভুক্ত ১১০ ও ১১২ নং দাগে মোট ৭৭.২৫ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৪ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book ১-২৮৭১ নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার লালগোলা থানার নতুনগ্রাম নিবাসী রাশিদা খাতুন, পিতা সেতাবুর রহমান বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

সিন- এল৭৪১৪০ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৯০৩২

রেজিঃঅফিসঃ ১৭০২-১৭০৩, বায়োওয়ান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০১০৭

ফোন-৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০ইমেইলঃ csskpsecurities.com ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com

৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

লাখ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৮৯০.০৬	৮৯৮.২৬	৩,০৮৭.৯৯
২।	মেয়াদের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে এবং ব্যতিক্রমী আইটেম)	২২৪.৬২	৩৯৮.৬০	১,১৫৪.৬৯
৩।	মেয়াদের জন্য নিট মুনাফা (করের পরে)	১৬৭.১২	২৯৯.৭৪	৮৬৪.৫৫
৪।	অন্যান্য ব্যাপক আয়	১.৬৬	(১.২৪)	১৩.৫৫
৫।	মেয়াদের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়ের জন্য মুনাফাঅন্যান্য আয় সহ)	১৬৮.৭৮	২৯৮.৫০	৮৭৮.১০
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (মূল্য ১০-)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭।	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	-	-	৩,৫০২.৭০
৮।	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /-)			
১.	মৌলিক (টাকা)	২.৪৫	৪.৪০	১২.৭০
২.	পাতলা (টাকা)	২.৪৫	৪.৪০	১২.৭০

দ্রষ্টব্যঃ

উপরেরটি সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpsecurities.com) পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

স্বাক্ষর-নরেশ পাচিসিয়া

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ডিন-০০২৩৩৭৬৮

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫

ব্যক্তিগত সম্পদ / ব্রোকিং / বিতরণ / প্রাতিষ্ঠানিক ইকুইটি / বিনিয়োগ ব্যাংকিং

NSE & BSE: INZ000199335 I NSDL & CDSL: IN-DP-155-2015 I RA: INH300002902 I PMS: INP000006509 I MB: INM000012670 I AMFI: ARN 0006

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৬২ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ মাঘ, ১৪৩১

'সপ্তপদী' আজও জনপ্রিয়

সপ্তপদী'র সেই বাইক দৃশ্য। উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেন বাইকে। 'এই পথ যদি না শেষ হয়'। পিছনে সরে, সরে যাচ্ছে হাইওয়ে। ব্যাক প্রোজেকশনে। 'সপ্তপদী', 'হারানো সুর', 'সাত পাকে বাঁধা' বা 'মাল্যদান'- ছবির নামগুলো চেনা লাগলেও, তাদের পরিচালক খ্যাত হলেও, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সিজনে এই তথ্যটা কী করে যেন স্মৃতির অতলে হারিয়ে গিয়েছেঞ্ঝ চমকের ওপর চমক- অজয় কর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য 'গুগল'জ্যাঠারও অজানা। অথচ তাঁর ক্যামেরা-জাদু আজও টালিগঞ্জে কিংবদন্তী। 'করবাবু'র সহকর্মী আর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে সে কথাই জানলেন অনিরুদ্ধ ধর। সপ্তপদী'র সেই বাইক দৃশ্য। উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেন বাইকে। 'এই পথ যদি না শেষ হয়'। পিছনে সরে, সরে যাচ্ছে হাইওয়ে। ব্যাক প্রোজেকশনেঞ্ঝঅজয় কর পরিচালিত ছবি যখন, দর্শক ধরেই করে নিয়েছিলেন বাংলা সিনেমায় যে দৃশ্যকল্প শিল্পী পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৪ সালে, যিনি চলমান ছবি তোলার কৌশলে বাংলা ছবিতেই প্রথম ব্যাক প্রজেকশন প্রযুক্তি নিয়ে আসেন তার বছর দশেক আগেই, সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে চারু রায়ের 'পথিক' ছবিতে, তিনি নিশ্চয় এখানেও একই চাল চেলেছেন। 'কিন্তু ওই দৃশ্যে ব্যাক নয়, করবাবু ব্যবহার করেছিলেন ফ্রন্ট প্রজেকশন,' বললেন অজয় করের পরিচালনায় ২৪টি ছবির মধ্যে ১৯টি ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার ক্ষিতীশ আচার্য। প্রায় ৯০ বছর বয়সী ক্ষিতীশবাবুর গলা কেঁপে উঠল কথা বলতে গিয়েঞ্ঝবললেন, 'করবাবুকে যে কেউ মনে রাখল না, এটা ভাবলেই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। একটা মানুষ সারাটা জীবন কেবল বাংলা সিনেমাকে দিয়েই গেল, পেল না কিছুই। এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।' 'হারানো সুর' ছবিতে একটি নৃত্যানুষ্ঠানের দৃশ্যে শিশুশিল্পী ছিলেন অনুরাধা কর (বসু) সম্পর্কে অজয় করের ভাইঝিঞ্ঝস্মৃতিচারণ করতে-করতে বললেন, 'জ্যাঠামশাই যখন মারা যান তখন আমি বিদেশে। অনেক দিন ফেরা হয়নি। যদি এ-দেশে থাকতাম, তাহলে জ্যাঠামশাইয়ের ছবিগুলো যাতে রেস্টোর করা সম্ভব হয়, প্রিজার্ভেশন যাতে করা যায় তার একটা বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করতাম। আর কেউ করলেন না, এটা দুঃখের। মানুষ ছবিগুলোর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনে রাখলেন, অথচ ছবির সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গেলেন, এর চেয়ে খারাপ কী হতে পারে? এটা বাংলা সিনেমার দুর্ভাগ্য।' কিন্তু অজয় কর কি প্রধানত দৃশ্যশিল্পী ছিলেন- ক্যামেরা আর প্রযুক্তিই যাঁর প্রধান অস্ত্র? সে কারণেই কি কুলীন টালিগঞ্জ তাঁর পরিচালিত ছবিগুলির ব্যবসায়িক স্বীকৃতি দিয়েছে, অথচ ছবির পেছনের মানুষটাকে নামেই মনে রেখেছে কেবল, স্মৃতিতে রাখেনি? নইলে এই এক বছর আগে, ৬ এপ্রিল টেলিভিশনে সুচিত্রা সেনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে একের পর এক দেখানো হয়েছে 'হারানো সুর', 'সাত পাকে বাঁধা'র মতো ছবি, কিন্তু কেউ মনেও রাখেনি যে সে সব ছবির পরিচালক অজয় করের ক্ষেত্রেও এই ২০১৪ প্রাসঙ্গিক। এ বছরই তো তাঁর জন্ম শতবর্ষের বছর। তাঁর হাতে তৈরি সিনেমাটোগ্রাফার শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথাই যেন বললেন ঘুরিয়ে- 'কারও যদি তাঁর কথা মনে পড়ত তাহলেই মনে হত আমাদের দেশটা বোধ হয় বদলে গেল।

গান্ধি হত্যার পর পরিস্থিতি

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নিহত হওয়ার পর সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাতেও শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডা বিধান চন্দ্র রায়। বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বর দাস জালান, উপাধ্যক্ষ আশুতোষ মল্লিক। ১৯৪৮সালের ১০ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় এবিষয়ে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করা হলে তরুণ কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছিলেন, Jyoti Basu on the condolence resolution of Gandhiji placed at West Bengal Assembly on 10th February– 1948. ''সারা দেশের সঙ্গে আমার পার্টিও গান্ধীজীর হত্যায় শোকাহত। ভারতীয় রাজনীতিতে এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা বিবরণের চেষ্টা আজ আমি করছি না। এই শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ জুড়ে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবল প্রভাব সর্বজনবিদিত। গত কয়েকমাসে গান্ধীজী তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমরাও এসেছিলাম। গভীর দূরদৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি আবার একবার পরাধীনতার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পরিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত করবে। যখন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ আমাদের মন ছেয়ে ফেলেছিল, হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশুর যন্ত্রণাবিদ্ধ চিৎকারে বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠেছিল, এমনকী কংগ্রেসের নামী-দামী নেতারাও যখন আদর্শচ্যুত, এই সর্বজনীন ঘৃণার প্লাবনের গতিরুদ্ধ করতে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব যখন সর্বাংশে ব্যর্থ, তখন নিজস্ব সহজ-সরল পথে গান্ধীজী নোয়াখালি, কলকাতা, দিল্লি, দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের দরজায়-দরজায় তাঁদের মৌলিক মনুষ্যত্বের দরবারে আবেদন জানিয়ে ফিরেছেন। কংগ্রেসের নেতারা এবং সরকার যখন তাঁকে হতাশ করেছে, তখন তিনি জীবনের সর্বোত্তম আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কি হিন্দু, কি মুসলিম, ভারতে কি পাকিস্তানে, সর্বত্র সাধারণ মানুষ তাঁর ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছিল। এটা নিশ্চিত যে এই মহান কর্তব্য সম্পূর্ণ করার মধ্যেই গান্ধীজী তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন, খুন হয়ে গেলেন সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভার আততায়ীর (নাথুরাম গডসে) নোংরা হাতে। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এখনো পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার গান্ধীজীর উপদেশের প্রতি তাদের বিশ্বাসের নির্দশন রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এইসব নেতারা 'অহিংসা'য় বিশ্বাসই করে না। গান্ধীজী যখন একতার বাণী প্রচার করছিলেন, কংগ্রেস সরকার তখন আইএনটিইউসি-র মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে দুই শিবিরে ভাগ করে ফেলছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

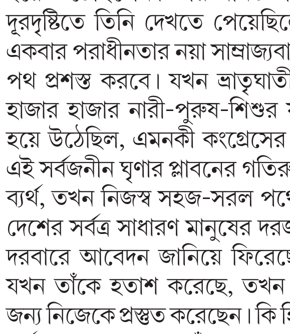

শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি।

এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছিলেন ভারতে নারী জাগরণ ঘটাতে। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন বিপ্লবী আন্দোলন করতে। বরোদার রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

সেখানে বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। বাংলায় এসে অরবিন্দ আশ্রয় লাভ করেছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। 'বন্দেমাতরম' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁকে গ্রেফতার হতে হয়েছিল। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার কথায় অরবিন্দকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা হলে দেশবন্ধু অরবিন্দের হয়ে লড়াই করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারতে এসেও গান্ধিজি 'আমার জীবন আমার বাণী' দর্শনকে স্বার্থক করে তোলার প্রয়াস করতে থাকেন

বিশেষ প্রতিবেদক

My life is my message; 'আমার জীবনই আমার বাণী'। আত্মিক শক্তির দ্বারা রাজনীতিকে মণ্ডিত করে এবং সেই শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদীর পশু -শক্তিকে পরাজিত করে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন যাঁর জীবনের প্রধান প্রচেষ্টা ছিল, সেই কটিবাস পরিহিত, কৃশতনু মানুষটির কণ্ঠ থেকে কোন একসময়ে একথা উচ্চারিত হয়েছিল। আজীবন সত্য ও অহিংসার পূজারী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে গুজরাটের সমুদ্রতীরবর্তী একটি ছোট্ট শহর পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'গান্ধী' শব্দটির অর্থ 'বেনিয়া' হলেও গান্ধী-পরিবার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন;আর তাঁদের সেই স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতার কাছাকাছিই ছিল। তাঁর আত্মচরিত 'My Experiments with Truth পাঠ করলে জানা যায় যে, এক গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মা একজন নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন এবং পূজা-অর্চনায় তাঁর অখণ্ড মনোযোগ ছিল। নিজের শৈশব-জীবন সম্পর্কে গান্ধীজি যা লিখেছিলেন, সেটার বঙ্গানুবাদ করলে হয়- 'সাত বছর বয়স পর্যন্ত আমি পোরবন্দরে কাটিয়েছি; এখানেই আমার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে, অঙ্ক আমার কাছে ভীতিপ্রদ বিষয় ছিল আর গুণ শিখেছিলাম অতি কষ্টে। তারপর আমাদের পরিবার পোরবন্দর পরিত্যাগ করে রাজকোটে চলে আসে। পিতৃদেব তখন এখানকার দরবারে দেওয়ান ছিলেন।'

তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, জীবনসঙ্গিনীর নাম ছিল কস্তুরবা। তিনি স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী হতে পেরেছিলেন। বিবাহের পরে একবছর তাঁর পড়াশুনা বন্ধ ছিল। এরপরে তিনি পুনরায় রাজকোটের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপরে যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, ভাবনগরে শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি পুনরায় পোরবন্দরে ফিরে এসেছিলেন। তখন তাঁদের পরিবারের একজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে গান্ধী বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বোম্বাই থেকে বিলাত যাত্রা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ঊনিশ বছর।

বিলাতে তিনি সাদাসিধা ছাত্রজীবন যাপন করতেন। সেখানে তিনি ল্যাটিন ও ফরাসি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি ও মার্কিন সাহিত্যও পাঠ করেছিলেন। এছাড়া সেখানে তিনি আইন শাস্ত্রের সঙ্গে পদার্থবিদ্যাও অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রায় চার বছর বাদে, লণ্ডনে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়েছিল এবং ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন। এরপরে রাজকোটে তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেও আশানুযায়ী কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেননি। ঠিক সেই সময়ে পোরবন্দরের একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর কাছে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাঁদের একটি মোকদ্দমা পরিচালনা করবার অনুরোধ এসেছিল। সেখানে তাঁদের একটি শাখা অফিস ছিল। আর মামলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি সেই মামলাটি পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাস ছিল গান্ধীজির জীবনের একটি স্মরণীর মাস। তখন একবছরের জন্য তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে গেলেও শেষপর্যন্ত সেখানে তাঁকে বিশ বছরের বেশি অবস্থান করতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের এই সুদীর্ঘ বিশ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় ছিল। গান্ধীজি স্বয়ং তাঁর আত্মচরিতে দক্ষিণ আফ্রিকা জীবনের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলে দেখা যায়। সেই কাহিনী পাঠ করলে জানা যায় যে, নাটালে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অপমানজনক ঘটনার ফলে গান্ধীজির মনের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জেগে উঠেছিল। নাটালে পৌঁছে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গরা কি ঘৃণার চোখেই না দেখতেন; সেখানে তখন ভারতীয়দের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে প্রতিপদে অপমানের সম্মুখীন হতে হত; আর সে অপমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক দু'রকমই ছিল। নাটালে পৌঁছবার পরের দিন গান্ধীজি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলার শুনানিতে যোগদান করবার জন্য ডারবান গিয়েছিলেন। সেদিন তিনি কোট-প্যান্ট পরিহিত থাকলেও মাথায় ছিল পাগড়ি। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, আর তারপরে তাঁকে পাগড়ি খুলতে হুকুম করেছিলেন। এরফলে তিনি অপমানিত বোধ করে আদালত পরিত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। এর কয়েকদিন বাদে প্রিটোরিয়া যাওয়ার জন্য তিনি ট্রেনে উঠেছিলেন। সেদিন অতি অপমানজনক ও বিপদসংকুল এই রেল ভ্রমণের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত ভারতীয়দের শোচনীয় সামাজিক অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছিল। যদিও ট্রেনে সেদিন তিনি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন, তবুও কৃষ্ণাঙ্গ বলে তাঁকে জোর করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজরা গান্ধীজিকে 'কুলি' ব্যারিস্টার বলে অভিহিত করেছিলেন। অন্যদিকে যে মামলাটি নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, সেটি প্রিটোরিয়াতে

কয়েকমাস ধরে চালু ছিল। অবশেষে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আদালতের বাইরে এই সুদীর্ঘ মামলাটির নিষ্পত্তি হয়েছিল। অতঃপর ভারতে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য তিনি ডারবানে পৌঁছেছিলেন। এসময়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, নাটাল সরকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে, আর এজন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের মনে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এরপরে তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে গান্ধী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসা স্থগিত রেখেছিলেন ও সাময়িকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার থেকে গিয়ে ছিলেন। সেখানে 'কালা আইনের' বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যমণ্ডিত সত্যাগ্রহ সংগ্রামই তাঁকে ভারতবাসীর কাছে, বিশ্বের কাছে সেদিন বিশেষভাবেই পরিচিত করে তুলেছিল। এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে আট মাস ধরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

এরপরে ১৯১৫ সালে সত্যাগ্রহের বিজয়তিলক ললাটে ধারণ করে গান্ধীজি বৃটিশদের অধীনতা পাশ থেকে নিজের জন্মভূমিকে মুক্ত করবার ব্রত নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এরপরে প্রথম একটি বছর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আর তখন থেকেই পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ওপরে নিপতিত হয়েছিল। এদেশে তাঁর সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল বিহারের চম্পারণে। সেখানে তখন নীল চাষীদের ওপরে অত্যাচার চলছিল। তাঁদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গান্ধীজি চম্পারণে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর তারপরে জমিদার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও গান্ধীজি সেখানে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিচালনা করে জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ভারতবাসী ধনবল ও জনবল দিয়ে শাসক

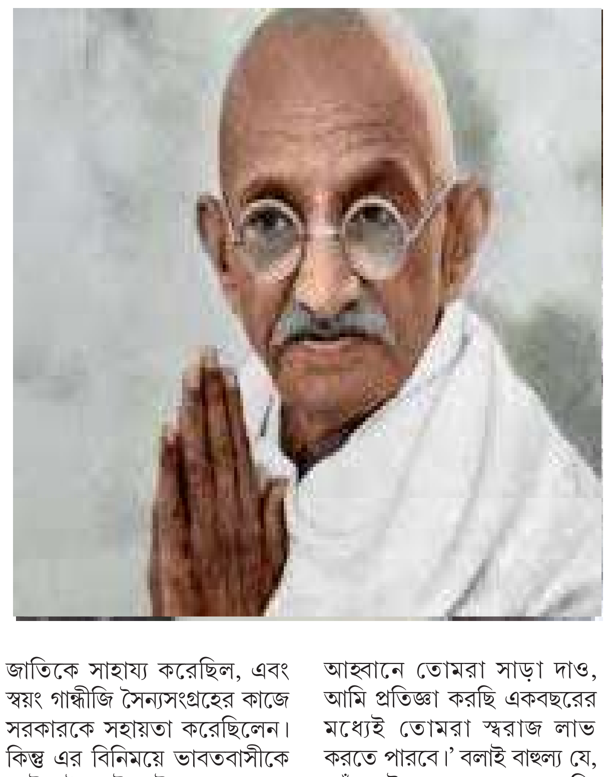

জাতিকে সাহায্য করেছিল, এবং স্বয়ং গান্ধীজি সৈন্যসংগ্রহের কাজে সরকারকে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে ভাবতবাসীকে রাউলাট আইন উপহার দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ মানুষ এর নাম দিয়েছিলেন কালাকানুন। তখন এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজি সারা ভারতে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে এই আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন। ফলে বহু শহরে নিরস্ত্র জনতার ওপরে পুলিশ ও মিলিটারি নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল। তবে সেসবের মধ্যে পাঞ্জাবের অমৃতসর ও লাহোরে তখন সরকারি অত্যাচার চরমে উঠেছিল। তখনকার এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যেই ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত প্রায় কুড়ি হাজার নিরস্ত্র জনতার ওপরে জেনাবেল ডায়ার নির্বিচারে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন। এরফলে সেদিন কয়েক হাজার মানুষ হতাহত হয়েছিলেন। সমগ্র পাঞ্জাবে সেদিন সামরিক আইন জারি করা হয়েছিল। তখনকার এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশেই ১৯১৯ সালের বড়দিনে অমৃতসরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছিল। এই কংগ্রেসই ছিল প্রথম গান্ধী কংগ্রেস, অর্থাৎ এসময় থেকেই স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসে গান্ধীর নেতৃত্বই অবিসম্বাদিত ছিল।

১৯২১ সালে গান্ধীজি আরম্ভ করেছিলেন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সেদিন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যখন তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তখন গান্ধীজি দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন;'যদি আমার আহবানে তোমরা সাড়া দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি একবছরের মধ্যেই তোমরা স্বরাজ লাভ করতে পারবে।' বলাই বাহুল্য যে, তাঁর এই আহবান বৃথা যায়নি, মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। ফলে ইংরেজদের জেলখানা রাজবন্দীতে ভরে উঠেছিল। নেতারাও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। আর গান্ধীজি সবরমতী জেলে ছ'বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে চলে গিয়েছিলেন। এরপরে ১৯২১ থেকে ১৯৪২;এই একুশ বছর ধরে গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করে তুলেছিলেন। এর মধ্যে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধেছিল, তখন বৃটিশ রাজশক্তি আবার ভারতবাসীর সহযোগিতা চাইলে গান্ধীজি ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার বদলে তাঁদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু শাসকজাতি নিজেদের এতবড় উপনিবেশ বা সাম্রাজ্য হাতছাড়া করতে সম্মত হয়নি। এরফলে তখন বিলাত থেকে ক্রীপস দৌত্য গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য এলেও সেই আলোচনা নিষ্ফল হয়েছিল। তখন সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে, মুক্তিকামী ভারতবাসীকে গান্ধীজি যে পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটা ছিল;'করো অথবা মরো' এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তিকে বলেছিলেন;'ভারত ছাড়ো'। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে বোম্বাইতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন বসেছিল। সেখানে একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতের দাবী মেনে না নিলে আবার নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু এই আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই রাত্রির অন্ধকারে গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ও তাঁদের সকলকে অজ্ঞাত স্থানে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছিল।

১৯৪৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হওয়ার পরে ১৫ই জুন তারিখে কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হয়েছিলেন। তখন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সিমলায় একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। যুদ্ধশেষে বিলাতে তখন শ্রমিক-দলের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার শেষে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে সম্মত হয়েছিল। এরপরে ভারতের ইতিহাসের চিরকাঙ্খিত তারিখটি এসেছিল১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। স্বাধীনতা লাভের পরে গান্ধীজি মাত্র পাঁচ মাস জীবিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে সান্ধ্য প্রার্থনাসভায় যাওয়ার সময়ে এক আততায়ীর গুলিতে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল।

লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী।

কথা সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র শুধু মাত্র লেখক ছিলেন না তিনি দক্ষ প্রকাশক এবং লেখনি সম্পর্কে অভিজ্ঞ

বিশেষ প্রতিবেদক

সত্যজিতের 'মহানগর' তাঁরই গল্প অবলম্বনে তৈরি, শতবর্ষ পেরিয়ে বাঙালি ভুলে গেছে তাঁকে। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামে ১৯১৭ সালের এক শীতের ভোরে জন্ম নিয়েছিল মহেন্দ্রনাথ মিত্র আর বিরাজবালা দেবী'র বড় ছেলেখ দুধের দাঁত

পড়েনি তখনও, মাত্র চার বছর বয়সেই চলে গেলেন মা বিরাজবালা। সদ্য মা হারানো সেই ছোট্ট অভিমানী ছেলেটাকে সেদিন কোলে তুলে নিয়েছিলেন 'বড়মা' জগৎমোহিনী। স্নেহে মমতায় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মা না থাকার যন্ত্রণা। একান্নবর্তী পরিবারে পিসিমা, ঠাকুমাদের কোলেপিঠে বেড়ে ওঠা পল্টু নামের সেই বালকই অনেক পরে লিখবেন, ত্বাল্য কৈশোর পার হয়ে প্রথম যৌবনে, যখন মা নয়, নারীর মধ্যে মনোরমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি, তখন আমার খেয়াল হয়েছিল আমার মা কেমন দেখতে ছিলেন সে কথা জানবার।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছে, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তারুণ্যের সবুজ বাতাস ফিরে এসেছিল যে ক'জন নতুন ধারার লেখকের হাত ধরে, তাঁদের অন্যতম, নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের হৃদস্পন্দনকে তিনি অবলীলায় তুলে এনেছিলেন সাদা পাতায়। ৪০ থেকে ৬০ দশকে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক তিনি। এরপর বাঙালি যত আধুনিক হয়েছে, যত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে ভুবনজোড়া অন্তর্জালের ফাঁদে, ততই সে ভুলে গেছে নিজেদের ঘরের সুখদুঃখের চেনা গল্পগুলো, ভুলে গেছে সেসব গল্পের রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রকেও। নরেন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন বিচিত্রকর্মা পুরুষ। ক্ষুরধার বিষয়বুদ্ধি, সাংসারিক দক্ষতা- এসব তো ছিলই, আবার সেই মানুষই ভোরবেলা ছেলেকে ঘুম থেকে তুলে শেখাতেন সংস্কৃত শ্লোক, ভক্তিগীতি। তবে বাবার মতো হন'নি বড় ছেলে, নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে অন্য ধারার মানুষ। ছাত্র হিসাবে বরাবরই ভালো ছিলেন। প্রথমে বঙ্গা হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন আর তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে আই. এ পাশ করেন।

১৯৩৯ সাল নাগাদ স্নাতকের পড়া শেষ করে স্বাধীন রোজগারের চেষ্টায় ছাত্র পড়ানোর কাজে যোগ দিলেন। তবে গৃহশিক্ষকতা করতে গিয়ে বেশ নাজেহাল হয়েছেন আনমনা, লাজুক, কিছুটা বিষণ্ণ প্রকৃতির এই তরুণ। ছেলেরা তাঁকে ভয় পাওয়া তো দূর, গ্রাহ্যই করত না। শাসন করতে পারতেন না নরেন্দ্রনাথ, চাইতেনও নাঞ্চ অগত্যা বারবার জীবিকা বদল। কখনও অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির চেকার, কখনও বা ব্যাঙ্কে কেরানির চাকরি।

এভাবেই বারবার চাকরি বদল করতে করতে চলে এলেন খবরের কাগজে। একদিকে স্বাধীন লেখালিখি, আর অন্যদিকে 'কৃষক', 'স্বরাজ' বা সত্যযুগের মতো তখনকার দিনের একাধিক বিখ্যাত কাগজে সাংবাদিকের চাকরি। ধীরে ধীরে এই জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার পর ১৯৫৯ সাল নাগাদ আনন্দবাজারে যোগ দিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। চাকরিজীবনে এই প্রথম থিতু হলেন নরেন্দ্রনাথ। মা হারানো ছেলে, কিছুটা অভিমানীও। কমবয়েসে একা একা চলে যেতেন জেলে, কুমোর, নমশূদ্রদের পাড়ায়। কখনও গল্প জুড়তেন সেইসব দিন আনি দিন খাই মানুষগুলোর সঙ্গে, কখনও ঘুরে বেড়াতেন একা একা। সমাজের শেষতলার সেই শোষিত, অবহেলিত মানুষ -গুলোর জন্য মন কাঁদত নরেন্দ্রনাথের।

খুব একটা ভ্রমণপিপাসু ছিলেন না, প্রায় ঘরকুনোই বলা চলে তাঁকে। তবে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বাঙালি মধ্যবিত্তদের সুখ আর অসুখ দুইই। তাঁর সাহিত্যের জগতেও ছড়িয়ে আছে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্যজীবন আর তার চারপাশের মানুষজনের 'চেনামহল'। ব্যক্তিগতভাবেও বয়ে বেড়াতেন একটা আটপৌরে জীবন। বাজারের মুচি- মেথরেরা ছিল তাঁর বন্ধু। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মেয়ের স্মৃতিচারণে একজন পোস্ট মাস্টারের কথাও জানা যায়, যিনি প্রায়ই আসতেন নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। বই পড়তে ভালোবাসেন জেনে এই লোকটাকে সাহিত্য বিষয়ক নানান বই পড়তে দিতেন নরেন্দ্রনাথ। নানারকম আড্ডাও চলত সাহিত্য নিয়ে।

গল্পকার নরেন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ, সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ- এই নানা রূপের আড়ালে কোথাও কি ঢাকা পড়ে গেছেন কবি নরেন্দ্রনাথ! অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর হাত পাকানোর শুরু কিন্তু কবিতা দিয়েই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় নিজের স্বতন্ত্র উচ্চারণে নজর কেড়েছিলেন তিনি। তখন বউবাজারের দ্বিতল মাঠকোঠায় রাধা নামের এক কিশোরীকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন উনিশ বছরের নরেন্দ্রনাথ। পড়াশোনায় অমনযোগী এই ছাত্রীটি সম্পর্কে কোনও বিশেষ অনুভূতি হয়তো থেকে থাকবে তরুণ গৃহশিক্ষকের। ১৯৩৬ এর 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ পেল প্রথম কবিতা 'মূক'। কবিতাটির ছত্রে ছত্রেই সেই নীরব অনুরাগের ছবি।

এখানেই থেমে থাকেননি নরেন্দ্রনাথ। বছর তিনেকের মধ্যেই বন্ধু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মিলে 'জোনাকি' নামের এক যৌথ কবিতার বইও প্রকাশ করে ফেললেন। নরেন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসুও। কিন্তু কালক্রমে কবিতার জগতের মায়াবি হাতছানি থেকে সরে এসে তিনি পাকাপাকি ভাবে ঘর বাঁধলেন গদ্যের কঠিন মাটিতে। বাঙালি জীবনের কথাকার হিসাবে সেসময় শরৎচন্দ্রের পরই উঠে আসত নরেন্দ্রনাথের নাম।

জীবদ্দশাতেই জনপ্রিয়তার চরমে উঠেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ১৯৪৯ সালে দেশ পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথের একটি গল্প প্রকাশ পেয়েছিল। 'অবতরণিকা' নামের সেই ছোটগল্পটি পড়েই সত্যজিৎ রায়ের মাথায় একটা ছবি করার ইচ্ছে জাগে। তারপর ১৯৬৩ সাল নাগাদ মুক্তি পায় 'মহানগর'। এই ছবির জন্য সত্যজিৎ রায় বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'সিলভার বিয়ার ফর বেস্ট ডিরেক্টর' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সিনেমাটি যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনি অবলম্বনে রচিত, সে কথা জানেন না অনেক বাঙালিই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ খাদ্য রসিকতায় মগ্ন

শঙ্করলাল কর্মকার

হামেশা দেখা যেত তিনি গোড়ায় খেয়েছেন পায়েস,তারপর আলুভাজা,পরে মোচার ঘন্ট, আরও পরে একটু দই ভাত,শেষে লুচি আর একটু ঝোল।

রবীন্দ্রনাথ যখন খেতে বসতেন তখন নানা জিনিস তাঁর টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হতগ্ধ তিনি এটা থেকে একটু ওটা থেকে কিছু চামচ দিয়ে তুলে নিতেন। কোনওটা ষোলো আনা খেতেন না অথবা আহারের প্রচলিত রীতি সত্যি বলতে বড় একটা অনুসরণ তিনি করতেন না। এসব ব্যতিক্রম দেখে একবার নন্দলাল সেনগুপ্ত এর কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। কবি বলেছিলেন এসব নাকি তাদের অভ্যাসের গোঁড়ামিগ্ধআরও কিছু বলেছিলেন সেকথায় আবার ফিরব। মাঝে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে।

রবীন্দ্রনাথের সাথে একবার এক ভদ্রলোক মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন। দুজনকে খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা হচ্ছে সমান ভাবে,তবে একটি পদ কবিকে আলাদা দেওয়া হল,তিনি যা থেকে বাদ পড়েছেন। ভদ্রলোক কিন্তু তখন থেকে বোঝার চেষ্টা করছেন কি ওই পদ। রবীন্দ্রনাথের রসিকতাবোধ নেহাত কম ছিল না বরং হয়ত সাধারণের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় ছিল তিনি বুঝতে পেরে বললেন এইসব পক্ষপাতিত্ব একদম পছন্দ করেন না। আমি গুরুদেব বলে অমনি টপ করে একপ্রস্ত বেশি দিলে। তা এই ...ওরে,দে,দে,বাবুকে ওইটা একটুগ্ধ দেওয়া হলগ্ধ মুখে দিয়ে বাবুর হাসিমুখ নিমেষে উধাও। হবে না কেন! বিশেষ পদটি যে ছিল খাঁটি নিমপাতা বাটা।

আবার রবীন্দ্রনাথের খাবার রীতি নিয়ে শুরু হোক,নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে কবি বললেন তোমরা মনে কর রসনার এক-এক রকম স্বাদের ওপর এক-এক ধরনের পক্ষপাত আছে তার ক্রম ভঙ্গ হলে মনে হয় আহারের আনন্দ মাঠে মারা গেল।

তিনি অবশ্য মনে করেন শারীর-প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে সেটা আমরা অভ্যাসের অন্ধতায় ভুলে বসি, একটা রীতির দাসত্ব করি।

নন্দগোপাল কবিকে সবিনয়ে বললেন আহারের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভ্যাস বিরোধীতা ছিল। আগে দুধ-মিষ্টি খেয়ে তারপর তিনি এক-এক সময় তিতো খেতেন। বিহারীলাল সরকারের বইয়ে পড়েছেন সেকথাগ্ধ রবীন্দ্রনাথ এবার রসিকতার সুযোগ ছাড়লেন না বললেন তুমি দেখছি প্রত্নতাত্ত্বিকদের পিশেমশাই,খুঁজে খুঁজে বার করেছোগ্ধ জানতাম না। কোন দিন আমার কথা লিখে বসবে না তো?

মানকুমারী বসু

বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত অন্যতম মহিলা কবি ও লেখিকা মানকুমারী বসু। মানকুমারী বসু বাংলাদেশে সর্বজনবিদিত অন্যতম মহিলা কবি ও লেখিকা। মানকুমারী বসুর জন্ম অবিভক্ত বাংলার যশোহর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়িতে। পিতা আনন্দমোহন দত্ত ও মাতা শান্তমণি। আনন্দমোহন দত্ত ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতৃব্য রাধামোহন দত্তের পুত্র। সেই সম্পর্কে মধুকবি ছিলেন তার খুল্লতাত। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তার মাত্র দশ বৎসর বয়সে তৎকালীন সরকারের নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাসবিহারী বসুর পুত্র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বিধুশঙ্কর বসুর সাথে বিবাহ হয়। কিন্তু ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বিবাহের মাত্র নয় বছর পরে একমাত্র কন্যা সন্তান (প্রিয়বালা) নিয়ে মান কুমারী বিধবা হন। স্বামীর মৃত্যুবেদনায় ব্যথিত মানকুমারী স্বামীর মনোবাঞ্ছায় লেখিকা হন

‘ব্র্যু ইওর ওন ব্লেন্ড’, চা প্রেমীদের সামনে পছন্দের ব্লেন্ড তৈরীর সুযোগ এনে দিল মাঝের ডাবরী চা বাগান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ জানুয়ারি ঃ সুরা প্রেমীদের কাছে ‘ব্র্যু ইওয়র ওন ব্লেন্ড’ অতি পুরোনো একটি শব্দবন্ধ হলেও, চা পানের ব্যাপারে, চা প্রেমীদের কাছে এই শব্দ যেমন নতুন, তেমন ব্যবস্থাটিও একেবারে নতুন। এমনকি যারা চা পানের প্রথাগত ঐতিহ্য কে ভেঙ্গে এখানে একেবারে

নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়েছেন, সেই মাঝের ডাবরী চা বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, ভূ ভারতে এমন ব্যবস্থা এই প্রথম। চা প্রেমী ও সাধারণ মানুষকে চা পানে আকর্ষিত করতে প্রতিনিয়ত চা নিয়ে গবেষণা করে আলিপুরদুয়ার জেলার প্রগতিশীল চা বাগান মাঝের ডাবরী কর্তৃপক্ষ। এনাদের তৈরী মুনলাইট টি, ব্লু টি ও জেসমিন টি ও ম্যাংগো টি ইতিমধ্যেই বাজারে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয় মুনলাইট টির সারা ভারতবর্ষে দরুন চাহিদাও তৈরী হয়েছে। সেই বিষয়টি কে মাথায় রেখে এবার মাঝের ডাবরী চা বাগান কর্তৃপক্ষ, বক্সার জঙ্গলের পাশে, তাদের চা বাগানের মাঝে তৈরী এক্সক্লুসিভ টি লাউঞ্জে নানান ধরনের প্রকৃতিক ব্লেন্ডেড চায়ের সম্ভার নিয়ে তৈরী সকলের জন্য। এখানে গ্রাহকরা ফুল, ফল ও মসলা মিলিয়ে মোট ৪২ ধরণের চায়ের ব্লেন্ড পছন্দমত তৈরী করে লাউঞ্জে পান করতে যেমন পারবেন, তেমনি নিয়েও যেতে পারবেন। ব্লেন্ডের তালিকায় রয়েছে অশ্বগন্ধা, এলাচ, হলুদ, আদা, লবঙ্গ, আম, আনারস , গোলাপ, স্ট্রবেরি সহ আরও বহু চায়ের ব্লেন্ড। এবং প্রতিটি ব্রেন্ডই প্রকৃতিক ভাবে তৈরী, এখানে কৃত্তিম কোনো ফ্লেভরের গল্প নেই। ব্লেন্ড গুলো প্রকৃতিক হওয়ায় বহুদিন সংরক্ষণও করা যাবে যে কোনো পরিবেশে। মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন ‘‘এত দিন ধরে শুধুমাত্র সুরা প্রেমিরাই ‘ব্র্যু ইয়োর ওন ব্লেন্ড’ এর সুযোগ পেতেন এখন আমরা চা রসিকদেরও ওই ধরনে ব্লেন্ড বাছাই করার সুযোগ এনে দিলাম। চায়ের ইতিহাসে ওই ধরনের এই উদ্যোগ মাঝের ডাবরিই প্রথম শুরু করলো।’’

গাড়ির চালক-সহ ৫ আরোহীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ জানুয়ারি ঃ রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা বৃদ্ধকে উদ্ধার করে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার ভোরে চন্দননগর তেমাথায় বৃদ্ধ এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে টেনে হিঁচড় নিয়ে গিয়েছিল চারচাকা একটি গাড়ি। গুরুতর জখম বৃদ্ধকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ওই ঘটনায় শুক্রবার ওই গাড়ির চালক-সহ ৫ আরোহীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বুধবার ভোরে চন্দননগর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাখনলাল সরণীর বাসিন্দা মধুসূদন বঙ্গ (৭৪) সাইকেল চালিয়ে মানকুন্ডু স্টেশনে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে WB02AC0510 নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি প্রথমে তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় পড়ে যেতেই তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বেশ কিছুটা পথ নিয়ে যায় গাড়িটি। পরে বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেন চালক। দুর্ঘটনার ছবি ধরা পড়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃদ্ধের পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। চন্দননগর থানার পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গাড়ি ও তার চালকের সন্ধান পায়। গাড়ির মালিক সনু রুই দাস (৩০), গাড়ি চালক সুভাষ চন্দ্র ঘোষ (৩৮), সুরজিত দাস (২২), বিশ্বজিত দাস (২৬), গৌতম কুর্মি (৩১) এই পাঁচজনকেই পুলিশ শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি বলেন, গতিতে গাড়ি চালিয়ে এক বৃদ্ধকে পিষে মারে একটি মারুতি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি। আমরা তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে জানতে পারি অভিযুক্তদের বাড়ি চন্দননগরে। তাঁদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান ছিল। সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। ভোরবেলায় চালককে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানো শিখছিলেন। আমরা সিসিটিভি-র ফুটেজ পেয়েছি। যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, তাঁর লাইসেন্স ছিল না।

কুম্ভ মেলায় নিঁখোজ রামপুরহাটের প্রৌঢ়া

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩১ জানুয়ারিঃ মহা কুম্ভ মেলায় পুণ্য স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ রামপুরহাটের এক প্রৌঢ়া। নাম গায়ত্রী দে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে যে, বীরভূমের রামপুরহাট পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের নিবাসী গায়িত্রী দে। বয়স আনুমানিক আটান্ন বছর। রামপুরহাট শহর থেকে গিয়েছিলেন কুম্ভের মেলা ও গঙ্গাস্নান করার জন্য । মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ মহাকুম্ভে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই ভয়াবহ রাতে কুম্ভের মেলার দুর্ঘটনার পর থেকে গায়িত্রী দেবীর সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করতে পারছে না তাঁর পরিবার। দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের সদস্যদের। গায়ত্রী দের নাতি যীশু দাস বলেন, ‘‘গত সোমবার ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি। মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ কথা হয়। তারপর আর কোনো যোগাযোগ

সম্ভব হয়নি।’’ গায়ত্রী দে’র ছেলে প্রতাপ দে জানান, মায়ের সঙ্গে মঙ্গলবার সকালে কথা হয়েছিল। মা বললেন যে এখন স্নানে যায়। ফিরে কথা বলবো। আর কথা হয়নি। তারপরই প্রতাপ দে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, ‘‘যাদের সঙ্গে মা গেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। মায়ের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। প্রশাসনকে জানিয়েছি। মা যাদের সঙ্গে গেছিলেন, তাদেরকে স্থানীয় থানায় ডাইরি করতে বলেছি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি। কিন্তু কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। যেখানে যেতে বলবে আমি চলে যাব। আমি চাই মা ফিরে আসুক।’’ তবে সমাজ মাধ্যমে একটি এন জিও-র তরফে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেই সংস্থার তরফে জানানো হয় যে গায়ত্রী দে মারা গেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে গায়ত্রী দে’র ছেলে প্রতাপ দে’র সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভবপর হয়নি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ মহাকুম্ভে স্নান করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়েছিলেন বহু মানুষ। প্রথম পর্যায়ে পাওয়া খবর অনুযায়ী পদপিষ্টের ঘটনায় আহত হয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। পাশাপাশি ৩০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শাহি স্নান বন্ধ করা হয়। পুণ্যস্নান বাতিল করেছে ১৩টি আখড়ায়। টানা ১২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঘাট তৈরি করা হয়েছে স্নানের জন্য। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বুধবার মেলায় গিয়েছিল প্রায় এক কোটি মানুষ। মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ ঘাটের ব্যারিকেড ভেঙে যায়। তার পরেই শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। তাতেই পদপিষ্ট হন বহু মানুষ।

জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারি ঃ জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যসরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। ২০৫০ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কলকাতা মহানগরির জলপথ পরিবহণকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ও পরিবহণ দফতর যৌথ ভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে। পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নে আনুমানিক খরচের সম্ভাব্য উস সংক্রান্ত রূপরেখাও থাকবে মাস্টার প্ল্যানে থাকবে । অন্যদিকে স্থলপথে দূষণ কমাতে ব্যাটারি, বায়ো ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা, কলকাতা বঃদরকে কাজে লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর রূপরেখার ওপরেও আলোকপাত করা হবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, রাস্তায় যে ভাবে গাড়ির চাপ বাড়ছে তাতে জলপথই বিকল্প। সেজন্যেই এই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়াতে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী বলেন সুন্দরবনের বহু প্রত্যন্ত এলাকায় রো-রো ভেসেল পরিষেবা চালু হচ্ছে। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় অনেক নতুন জেটি তৈরি করা হচ্ছে।

আবারও পাহাড়ে পর্যটকের মৃত্যু! প্রাণ হারালেন কলকাতার এক পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিগত কয়েকমাসে বেশ কয়েকটি ঘটনায় পাহাড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে কলকাতার পর্যটকের। কখনও সান্দাকফু তো কখনও ধোত্রেতে প্রাণ হারিয়েছেন পর্যটকেরা। এবার আবার দার্জিলিঙে গিয়ে প্রাণ হারালেন কলকাতার এক পর্যটক। বেড়াতে যাওয়াই কাল হল কলকাতার বাসিন্দা অমিয়নাথ ঘোষের। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালোই সময় কাটাচ্ছিলেন, এমন সময়েই ছন্দপতন। গোটা ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গেছে, ২৪ পরগনার বাসিন্দা অমিয়নাথ ঘোষ গত ২৯ জানুয়ারি পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন পাহাড়ে। প্রথমে সপরিবারে কালিম্পং-এ যান তিনি, এরপরে ফিরে আসেন দার্জিলিঙে। বৃহস্পতিবার সারাদিন ম্যাল রোডে ঘোরাঘুরির পর ফিরে যান হোটেলে। রাত ১০.৩০ নাগাদ তাঁর বন্ধুরা হোটেল রুম থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান। তাঁরা ছুটে গিয়ে দেখেন অমিয়নাথ মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন। হোটেলের রুম থেকে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। অমিয়নাথবাবুর স্ত্রী জানান যে উনি দীর্ঘদিন ধরেই হার্টের সমস্যায় ভুগছিলেন। একবার অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। পরিবারের আরও অনেকে কলকাতা থেকে দার্জিলিং যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ধোত্রে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় এক পর্যটকের। সান্দাকফুতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল দমদমের আরেক যুবতীর। বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরতে যান তিনি। প্রথমে সান্দাকফু যান তাঁরা। সেখান থেকে ফিরে, রাতে টুমলিঙের একটি হোটেল ওঠেন। কিন্তু সেখানেই মধ্যরাতে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। বন্ধুরা খিয়াপোখরি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান তাঁকে। সেখানে যুবতীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করায় রাগে পাত্রের বাবাকে পিটিয়ে মারল যুবতীর পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারিঃ পালিয়ে বিয়ে করেছে মেয়ে। রাগে পাত্রের বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ যুবতীর পরিবারের বিরুদ্ধে। নৃশংস ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন। অভিযোগ, অভিযুক্তদের পরিবর্তে মৃতের পরিবারের ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত সাকোয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোৎস্নাপাড়া এলাকার বাসিন্দা মুরারি মজুমদারের ছেলে সুমিত মজুমদার। গত ১৫ জানুয়ারি পাশের ব্লক ফালাকাটা ধনিরামপুর ১ নম্বরের এক যুবতীর সঙ্গে পালিয়ে যান ওই যুবক। তাঁরা মন্দিরে বিয়ে করেন। পরিবার এই সম্পর্ক মেনে নেবে না বুঝতে পেরেই তাঁরা বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে বিয়ের খবর পেয়েই পাত্রীর পরিবারের তরফে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এমনকী ছেলের বাড়িতে গিয়ে হামলাও করে তাঁরা। এরপর ছেলের পরিবারের সদস্যরা খোঁজ খবর করতে শুরু করে যে যুগল কোথায়। ধূপগুড়ি থানার পুলিশের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলে। সুমিতের খোঁজ মিলতেই নবদম্পতিকে নিয়ে জলপাইগুড়ি আদালতের দ্বারস্থ হন পরিবারের সদস্যরা। বিচারকের সামনে দুজনে গোপন জবানবন্দি দেন। জানান, তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিজেদের ইচ্ছেতেই বিয়ে করেছেন। আদালত এরপর তাদের আগাম জামিন মঞ্জুর করে। খবর পেয়েই মেয়ের বাড়ির লোকেরা আদালতে গিয়ে হাজির হয়। মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লাভ না হওয়ায় আরও ক্ষেপে যায় তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতে সুমিতের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায় পাত্রীর পরিবার। বেধড়ক মারধর করা হয় পরিবারের সদস্যদের। গুরুতর আহত হন সুমিতের বাবা মুরারি মজুমদার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। এরপর সেখান থেকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। চাঞ্চল্য এলাকায়।

কংগ্রেসে যোগ চা শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারিঃ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিল চা শ্রমিকেরা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু রাজনৈতিক তরজা। বৃহস্পতিবার ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস। আর এই উপলক্ষে কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি’র উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের হাতিমো। সংলগ্ন এলাকায় জাতির জনকের প্রয়ান দিবস পালনের এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার এবং রাজগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি দেবব্রত নাগের হাত ধরে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬০ জন শ্রমিক তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসের যোগদান করেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। যোগদানকারী শ্রমিক শশী মোহন রায় বলেন, ‘‘আমাদের চা বাগান বন্ধ করে দেয় মালিক। আমরা ৯ মাস কর্মহীন হয়ে ছিলাম। এরপর তৃণমূল নেতাদের কথায় আমরা চা বাগানে গিয়ে পাতা তুলি। সেই পাতা লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি হয়। টাকা নিয়ে যায় তৃণমূল নেতা। এরপর পুলিশ এসে আমাদের উপর অত্যাচার করে। আমদের পাশে দল থাকেনি। তাই আমরা আজ কংগ্রেসে যোগদান করলাম।’’

রেলওয়ে হকার্স ও স্ট্রিট হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে নবদ্বীপ স্টেশন এলাকায় প্রতিবাদ সভা

দেবাশিস কংশ বণিক, নবদ্বীপ, ৩১ জানুয়ারিঃ শুক্রবার বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা সম্প্রতি রেল পুলিশের আগ্রাসন ও রেল প্রশাসনের জুলুমবাজির প্রতিবাদে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের সামনে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে শহর তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেস। এদিনের প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক তথা পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, উপ-পৌরপিতা শচীন্দ্র বসাক, শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ পাল, শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি ভানু সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত সরকার, পৌর পারিষদের সদস্য নিতাই চন্দ্র দাস, স্থানীয় কাউন্সিলর উষা রায়, সুকুমার রাজবংশী, অনুরাধা মুখার্জি, বৃন্দাবন মন্ডল, আশীষ চক্রবর্তী, দেবাশিস ঘোষ, মন্টু মল্লিক সহ অসংখ্য কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি ও পৌরপিতা স্ট্রিট হকারদের প্রতি রেল পুলিশের আগ্রাসন ও রেল প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘‘কথায় কথায় নোটিশ জারি করে গরিব হকারদের উচ্ছেদ করছে রেল দপ্তর।’’ বিমান বাবু বলেন, ‘‘বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের ইন্ধনে নোটিশ জারি করেও তা তুলে নেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসন ছাড়া কোনও প্রকার উচ্ছেদ করা চলবে না।’’ রেল হকার্স ও স্ট্রিট হকারদের প্রতি রেল পুলিশ আর পি এফের আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানান তৃণমূল নেতা তথা পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা। বিমান বাবু বলেন, ‘‘আমরা উন্নয়নের বিপক্ষে নই। কিন্তু হকার উচ্ছেদ করে বছরের পর বছর কোনও প্রকার উন্নয়ন না করে হকার উচ্ছেদ করা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।’’ রেল প্রশাসনের ভূমিকার বিরুদ্ধে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

বসতি উচ্ছেদ, খড়গপুরে রেলের নোটিস ঘিরে তীব্র উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, খড়গপুর, ৩১ জানুয়ারি ঃ অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে ফেলতে হবে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে। তা না হলে রেল কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিস লাগাতে গিয়ে আবাসিকদের বলা হয়েছে, নির্দেশ না মানলে উচ্ছেদ করা হবে। রেল কর্তৃপক্ষের এই আচরণে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে খড়্গপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পাঁচপীর এলাকার বস্তিতে। সেখানে প্রায় ৮০০ পরিবারের বাস রয়েছে। রেলের এই নোটিস এখনও পর্যন্ত ৮ থেকে ১০টি বাড়িতে লাগানো হয়েছে। তাতেই উচ্ছেদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে রেলের পক্ষ থেকে এই নোটিশ লাগানো হয়েছে। এদিন বিকেলে বস্তি এলাকায় যান খড়গপুরের প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা বিধায়ক প্রদীপ সরকার। ছিলেন ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রোহন দাস-সহ তৃণমূল নেতা, কর্মীরা। তাঁরা ওইসব পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সেই নোটিসও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। স্থানীয় বিজেপির কাউন্সিলর অনুশ্রী বেহেড়াও ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তিবাসীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। বস্তির এক বাসিন্দা বলেন, আগে রেল কখনও এই ধরনের ব্যবহার করেনি। বৃহস্পতিবার হঠাৎ এই নোটিশ বাড়ির সামনে লাগিয়ে দিয়ে চলে গেছে। গত ৬০ থেকে ৭০ বছর ধরে ওই এলাকায় বহু পরিবার বাস করছে। এখন তাঁরা কোথায় যাবেন? তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। রেলের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। সেই কথা বলা হচ্ছে। উচ্ছেদ করতে হলে আগে পুনর্বাসন দিতে হবে। সেই দাবিও তোলা হয়েছে। বিধায়ক প্রদীপ সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলে গেছেন রেলের বস্তি উচ্ছেদ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা বস্তিবাসীদের পাশে রয়েছি। আর এই নোটিস যে রেলের তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। নোটিসে রেলের কোনও আধিকারিকের সই নেই। বিজেপির কাউন্সিলর অনুশ্রী বেহেড়া বলেন, যদি বস্তি উচ্ছেদ করতে আসে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই বাধা দেওয়া হবে। এই নোটিস রেলের পক্ষ থেকে আদৌ দেওয়া হয়েছে কিনা, সেটি খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে।

‘মানুষ ভুল বুঝতে পেরেছে’! নন্দীগ্রামই ফের বামেদের তুরুপের তাস? রাস্তার খোঁজ জেলা সম্মেলনে

দুরন্ত বার্তা, পাঁশকুড়া, ৩১ জানুয়ারিঃ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। ধীর লয়ে হলেও ঘর গোছাতে শুরু করেছে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবার টক্কর মূলত তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যেই। তবে লড়াইয়ে রয়েছে সিপিএম ও কংগ্রেসও। যদিও শেষ বিধানসভা নির্বাচন থেকে লোকসভা, কোথাও খাতা খুলতে পারেনি বামেরা। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও যে লাভের গুড় ঘরে ঢুকেছে এমনটা নয়। বদলাচ্ছে রণকৌশল। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক জোট নয়। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সাম্প্রতিক খসড়া রিপোর্টে তা উল্লেখও করা হয়েছে। তা নিয়ে চর্চা চলছে। এরইমধ্যে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের ঠিক চলছে সম্মেলনা। এবার পুরোদমে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় যুবদের হাতে সংগঠনের রাশ দেওয়ার ভাবনা পার্টিতে। দেরিতে হলেও কি বোধদয় বামেদের? প্রশ্ন ঘুরছে। জেলার নেতারা যদিও বলছেন, কাজটা শুরু হয়েছে অনেক আগেই। ইতিমধ্যেই এবারের জেলা সম্মেলনে সম্পাদক বদলেরও ইঙ্গিত মিলেছে। এদিন থেকেই তিনদিনের জন্য সিপিআইএমের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন শুরু হচ্ছে পাঁশকুড়ায়। দল কী নতুন কৌশল নেয়, নেতৃত্বে কী বদল আসে তা নিয়েই এখন পুরোদমে চর্চা চলছে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক মহলে। একসময় বাংলায় পালা বদলের ঝড়ে বড় ফ্যাক্টর হিসাবে উঠে এসেছিল নন্দীগ্রাম। পালে হাওয়া লেগেছিল তৃণমূলের। তবে মানুষ ‘ভুল’ বুঝতে পেরেছে বলেই মত বাম নেতাদের। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য ঝাড়স্বের বেরা বলছেন, ‘‘নন্দীগ্রামে যা হয়েছিল তা পরিকল্পিত চক্রান্ত। সেটা এখন মানুষ বুঝতে পারবে। আগামীতে দেখবেন এই নন্দীগ্রামই বাংলাকে পথ দেখাবে। ভুল ত্রুটি নিয়ে সম্মেলনা আমরা আলোচনা করব। নন্দীগ্রাম ইস্যু থেকে সাংগঠনিক বিস্তার নিয়ে আলোচনা হবে। নেতৃত্ব বদলও হতে পারে।’’ তবে নেতৃত্ব বদলের চাপানউতোরের মধ্যে যে যুবদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এদিন বারবার তা বলতে শোনা যায় জেলার বাম নেতাদের। ঝাড়স্বের বেরা বলছেন, ‘‘গোটা জেলার যুবদের মধ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যাঁরা তাঁদের একটা বড় অংশকে এরিয়া সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে জেলা কমিটিতে আনার ভাবনা রয়েছে। আমরা যাই যে সমস্ত শিক্ষিত যুবদের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরকেই সামনের সারিতে এগিয়ে আনার চেষ্টা করছি। তবে শুধু নির্বাচনের জন্য এমনটা হচ্ছে এমনটা নয়। আমরা চাই যুবরা সামনের দিকে এগিয়ে আসুক। পার্টির মধ্যে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তা দূর হোক।’’ সিপিআইএমের যুব নেতা আকাশ রহমান বলছেন, ‘‘যুবদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না, এটা ভুল কথা। আমাদের পার্টির মুখ এখন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। উনি গোটা রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রথম থেকেই আমাদের পার্টিতে যুবদের গুরুত্ব দেওয়া হয়, আগামীতেও দেওয়া হবে।’’

বিনা চিকিৎসায় সদ্যোজাতর মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ এবার বিনা চিকিৎসায় সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুর অভিযোগ নদীয়ার শান্তিপুর হাসপাতালে। ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ মৃত শিশুর পরিবারের। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পরিবারের মানুষজন। জানা গেছে, নদীয়ার শান্তিপুর থানার বড় কুলিয়া এলাকার বাসিন্দা অর্পিতা সরকারকে গর্ভবতী অবস্থায় সকাল দশটা নাগাদ শান্তিপুর হাসপাতালে ভর্তি করে তার পরিবার। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, সিজার করতে হলে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে, সেই কথা মেনে নিয়েছিলেন রোগীর পরিবার। পরিবারের দাবি, হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত আটটার সময় প্রথম রোগীকে দেখতে যান, এরপর ডাক্তারবাবু আর সেখানে যায় না। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে ওই রোগীর পেটে ব্যথা শুরু হলে নার্সরাই তাঁকে লেবার রুমে নিয়ে যান। পরবর্তীতে ডাক্তারের অনুপস্থিতিতেই নার্সদের হাতেই বাচ্চা প্রসব হয়। কিন্তু সদ্যোজাতর অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। পরিবারের দাবি, তাকে স্যালাইন দিয়ে রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে চিকিৎসককে বিষয়টি জানালে তিনি দুপুর দুটোর সময় গিয়ে সদ্যোজাতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা। এই নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে সদ্যোজাতর ময়নাতদন্ত হবে।

আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, তেহট্ট, ৩১ জানুয়ারি ঃ বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে থাকাকালীন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইলে তুলে রাখা হয়েছিল। সম্পর্কের অবনতি হতেই সেই ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হন যুবতীর পরিবার। সেই কথা জানতে পেরে কীটনাশক খেয়ে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পালটা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে মৃতের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে, নদীয়ার থানারপাড়া থানার ধোড়াদহ গ্রামে। জানা গেছে, গ্রামেরই বাসিন্দা ওই যুবতী রাখি মণ্ডলের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন যুবক শরিক আনসারি। তাঁরা দুজনেই বিবাহিত বলে খবর। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি রেখেছিলেন ওই মহিলা। পরে সম্পর্কে ফাটল ধরে। অভিযোগ, যুবকের মোবাইলে অন্তরঙ্গ ছবি পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে থাকেন ওই মহিলা। বেশ কয়েকদিন ব্ল্যাকমেল চলে বলে খবর। রাগের মাথায় ওই যুবক সেইসব ছবি মহিলার স্বামীকে ফোনে পাঠিয়ে দেন। সেই ছবি দেখে মহিলার পরিবারে তীব্র বিবাদ হয়। মহিলার স্বামী ও অন্যান্যরা ওই যুবকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই কথা শোনার পরে মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে কীটনাশক খান যুবক। তাঁকে উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ভর্তি থাকার পরে বৃহস্পতিবার রাতে তিনি মারা যান। ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ওই যুবকের পরিবার এদিন মহিলা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

আটক ৪

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ জানুয়ারি ঃ গোপন সূত্রের খবরে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে বরসাল গ্রাম পঞ্চায়েতের ধবণী এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে ৪ জনকে আটক করেছে। অভিযানে জুয়া খেলার বোর্ড সহ নগদ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতরা হল- পারুইবাইদের অজিত মাঝি, পালাজুরিয়ার বিধান মণ্ডল, কেলাই গ্রামের মুক্তারাম মণ্ডল এবং বরসালের সুভাষ কাঞ্জিলাল। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

Corrigendum

This is to request you to read the advertisement of DPMU-II, WBMIFMP published on **31.01.2025**, that the further information can be obtained from office and from website **https://wbiwd.gov.in**. other details will remain unchanged.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ৩৩৪_২০২৪-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর, ফিয়ারলি প্লেসে রোলিং স্টক অফিস-এর পুনর্নির্মাণ এবং সংস্কার। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫,৭০,২৩,৬১২.৪৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৩৫,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০২.২০২৫ দুপুর ২ টো। www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান-** ই- টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-576/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_১৮_২০২৪-২৫, তারিখঃ ২৮.০১.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার /ইলেক্ট., ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, লিলুয়াতে এলএইচবি ধরনের এসি কোচসমূহে = ১১৪০টি (এলবি দফা নং. ৮৯৫পি/২০২৪-২৫) (পিএইচ-২১)-এর এসবিসি-তে এইচটি কম্পার্টমেন্ট-এ ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের প্রবেশ প্রতিরোধে কেবেল ট্রানজিট এনট্রি সিলিং এবং সম্পূর্ণভাবে আঁটোসাটো সুরক্ষার ব্যবস্থা করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩৪,৪৩,১৫৩.৮০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৭,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**

MISC-322/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-রানিং-রুম -২০২৫আরটি, তারিখ ৩০.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-রানিং-রুম -২০২৫আরটি** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** (১) হাওড়া স্টেশনে রান্নাঘর ও শৌচালয় সংস্কার, গ্যাংওয়েসমূহ, ছাদের সারাই ইত্যাদি সমেত রানিং রুমকে সংস্কার করে ক্যামটেক ডিজাইনের বাসস্থানে রূপান্তর। (২) এইএন/আরপিএইচ-এর আওতাধীনে রামপুরহাটে রানিং রুমের আধুনিকীকরণ। (৩) এইএন/আরপিএইচ-এর আওতাধীনে পাকুড়ে রানিং রুমের আধুনিকীকরণ। (৪) বোলপুরে ক্রু লবি তথা রানিং রুম। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫২,২৫,২৩৩.৬০ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,০৪,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৪২ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-579/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. **NIT No. 008/GGP/2024-25, dated 31/01/2025**. For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

**Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia**

**SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill.&P.O.-Munshirhat
P.S.-Jagatballavpur,
Dist.- Howrah
NOTICE INVITING TENDER**

Online Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works vide **Etender Tender ID-24/ SANK-I/BEUP/24-25, Date: 30/01/2025**, Last date of Tender dropping: **11.02.2025 up to 5.00PM,** Date of opening of Tender: **12.02.2025 at 2.30 PM.** Details Contact: **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet**

TENDER NOTICE

NIT-16/2024-25, 2025_ZPHD_809590_1, 2, 3, 4 Dated-01/02/2025, NIT-17/2024-25, 2025_ZPHD_809601_1, 2, 3, Dated-01/02/2025, NIT- 18/2024-25, 2025_ZPHD_808179_1, 2 Dated-01/02/2025 & NIT-19/2024-25, 2025_ZPHD_808098_1 Dated- 01/02/2025 Separate Tenders are hereby invited by Pradhan, Chandi GP, 24pgs(s). Last date and time of application **12/02/2025 up to 10.00 am.** Date of Opening **17/02/2025**. Other details will be available from the **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Pradhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, 24pgs(s)**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE**

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- **21/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 22)**
- No. of Work:- **22 (Twenty Two) nos.**
- Last Date of Application:- **13.02.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **14.02.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **19.02.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **19.02.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

**Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity**

RITES LIMITED (A Govt. of India Enterprise)
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001
CIN : L74899DL1974GOI007227

Requires Professionals on Regular basis for the following post(s)/ discipline

VC No.	Post	No. of Positions	Venue & Date
RG/11/25	Assistant Manager (Civil)	18	Written test scheduled on 09th March 2025
RG/12/25	General Manager (HR)	01	Interview scheduled at RITES Office- Gurgaon Date-Will be intimated later.

For details regarding how to Apply, Position, remuneration , qualification, age, date & venue, selection process etc., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website www.rites.com under Career Section.

চাষবাস

কৃষকদের আক্ষেপ খেতের টাটকা নিয়ে সাতসকালে হাজির হয়েও লাভ হচ্ছে না

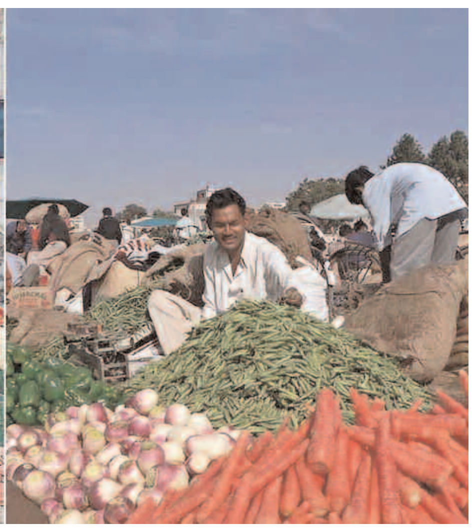

দশ টাকা কেজি দাম হেঁকে গলা চড়াচ্ছেন বিক্রেতারা। আলু, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলো কী চাই। কিন্তু এত সস্তা বাজারেও খদ্দের মিলছে না! নিরুপায় বিক্রেতারা আরও কম দামে সবজি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অতিফলনের জেরে উত্তরের বিভিন্ন শহরের এখন এটাই ছবি। পাইকারি বাজারের অবস্থা আরও শোচনীয়। কৃষকদের আক্ষেপ খেতের টাটকা নিয়ে সাতসকালে হাজির হয়েও লাভ হচ্ছে না। কেউ দরদাম করছে না। কে বলবে পুজোর মরশুমে আলুর দাম ৬০ টাকা কেজি শুনে ঢোক গিলতে হয়েছিল ক্রেতাদের। মূলো, বেগুনের দাম চলেছিল ৫০ টাকা কেজি! শসা ও টম্যাটো ৮০ টাকা। স্যালাড খেতে দশবার ভাবতে হয়েছিল ভোজন রসিক বাঙালিকে! শীতে আলু, পিয়াজ কলি ভাজা, সিম পাতুড়ি প্রত্যেকের প্রিয়। কিন্তু পছন্দের মেনু হলে হবে কি! পুজোর পরও দামের জন্য পাতে তোলাই দায় হয়েছিল। পিয়াজ কলির দাম চড়েছিল ১২০ টাকা কেজি। সিম ৬০ টাকা। পালং, লেটুস, রাই-সহ প্রতিটি শাক ৬০ টাকা কেজি। সেই ছবি পালটে উত্তরের বাজারে এখন প্রায় প্রতিটি সবজির দাম নেমেছে দশ টাকা কেজিতে। সেটাও কেনার খদ্দের মিলছে না। ওই পরিস্থিতিতে বেশি বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। পুজোর আগে থেকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির জেরে উত্তরে খেতেই সবজির চারা নষ্ট হয়েছে। আলু চাষ পিছিয়েছে। ওই লোকসান সামাল দিতে ধারদেনা করে অনেকেই ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, বিনস, বেগুন-সহ রকমারি সবজি চাষের ঝুঁকি নিয়েছেন। এখন বিঘার পর বিঘা জমি সবজিতে ভরে আছে। আশা ছিল লাভ হবে। কিন্তু মুখে হাসি ফোটা তো দূরের কথা। কেউ সবজি চাষে খরচের টাকা তুলতে পারছেন না। ধারের টাকা কেমন মেটাবেন এখন সেই চিন্তায় ঘুম নেই কৃষকদের। জলপাইগুড়ির ক্রান্তি এলাকার কৃষক আফসার আলি ও মনসুর আলি জানান, আলুতে লোকসান হয়েছে। ভেবেছিলেন সবজি চাষ করে কিছু লাভ হবে। কিন্তু এখন জলের দামে সবজি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পঞ্চাশ টাকা বস্তার ফুলকপি, বাঁধাকপিও কেউ নিচ্ছে না। শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের পাইকারি সবজি বিক্রেতা পরেশ দাসের কথায়, ''বাজারে সবজির আমদানি অতিরিক্ত হয়েছে। তাই দাম নেমেছে। দামে সস্তা হলেও খুচরো বিক্রেতারা খুব বেশি কিনতে পারছেন না। কারণ, দিনের মধ্যে বিক্রি না-হলেই মুশকিলে পড়ছেন তাঁরা। শিলিগুড়ি শহরের ফুলেশ্বরী বাজারের খুচরো সবজি বিক্রেতা শ্যামল সাহা জানান, এখন সবজি জলের দরে সবজি বিক্রি হচ্ছে। মূলো, বেগুন সবই সস্তা। দাম কম তাই বেশি বিক্রি হবে এমন তো নয়। মানুষ কত সবজি খাবে? কৃষিদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পাহাড়, তরাই, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা মিলিয়ে উত্তরে সবজি চাষের এলাকা প্রায় ২১ হাজার বিঘা। এবারও ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ফাসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, রংধামালি, গজলডোবা, রাজগঞ্জ, মালবাজার, পাহাড়ের পেডংয়ে শীতের সবজি চাষ সময় মতো শুরু হয়েছিল। কিন্তু আচমকা বৃষ্টির জন্য পুজোর আগে কিছুই রক্ষা পায়নি। বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের মাঠ জলে তলিয়ে ছিল। ডিসেম্বরের শুরু থেকে বাজারের পরিস্থিতি বেসামাল হয়েছে। কার্যত লাফিয়ে বেড়ে চলা আনাজপাতির দামে দিশাহারা দশা হয়েছিল উত্তরের সাধারণ মানুষের। এরপর নতুন চাষ শুরু হয়। ভালো আবহাওয়া মিলতে সেই উৎপাদন এতটাই বেশি হয়েছে যে এখন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বিপাকে পড়েছেন।

গাজা থেকে ২,৫০০ শিশুকে সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস জাতিসংঘ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা থেকে ২ হাজার ৫০০ শিশুকে চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসকের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ আহ্বান জানান। চিকিৎসক দল জানিয়েছে, এই শিশুরা আগামী সপ্তাহগুলোতে অত্যাসন্ন মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়বে। চিকিৎসক দলটির চার সদস্যের সবাই গাজায় ১৫ মাস ধরে যুদ্ধ চলাকালে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের মধ্যে চলা এ যুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে গাজার পুরোটা প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধে ২০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনির জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ভেঙে পড়েছে উপত্যকাটিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা। বৈঠকের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, 'মার্কিন চিকিৎসক দলের সঙ্গে বৈঠকটি তাঁকে ''দারুণভাবে নাড়া'' দিয়েছে। এ নিশ্চয়তা দিয়ে গাজা থেকে অবশ্যই আড়াই হাজার শিশুকে অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে যে তারা তাদের পরিবার ও কমিউনিটির কাছে আবারও ফিরতে পারবে।' গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ছয় সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। এর মাত্র কয়েক দিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলেছে, চিকিৎসার জন্য উপত্যকাটি থেকে ১২ হাজারের বেশি রোগী বাইরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠা হলে এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। এ রোগীদের মধ্যে ২ হাজার ৫০০ শিশুর জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসাসেবা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রমা সার্জন ফিরোজা সিধওয়া। গত বছরের ২৫ মার্চ থেকে ৮ এপ্রিল গাজায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই চিকিৎসক সাংবাদিকদের বলেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহে এ শিশুরা অত্যাসন্ন মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়বে। কিছু শিশু এখনই মারা যাচ্ছে। কিছু মারা যাবে আগামীকাল। কিছু এর পরের দিন।' যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আয়েশা খানও গাজায় গত নভেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত কাজ করেছেন। তিনি জানান, ওই শিশুদের অনেকের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু তাদের কোনো প্রস্থেটিকস বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আয়েশা খান অঙ্গহানির শিকার ছোট দুই বোনের ছবি দেখিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, শিশু দুটিকে একটি হুইলচেয়ার শেয়ার করতে হচ্ছে। এদের বাচার একমাত্র পথ হলো, চিকিৎসার জন্য এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া।

কদমতলায় পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে উল্টে গেল বেপরোয়া গাড়ি

কদমতলা, ৩১ জানুয়ারি ঃ দ্রুতবেগে চালাতে গিয়ে পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়ি। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা আর ডি ব্লক অফিসের সামনে। আহত ব্যক্তির নাম পারভেজ আহমেদ (৩৯)। জানা গিয়েছে, কদমতলা থানাধীন পশ্চিম বাঘন ৭নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা পারভেজ আহমেদ (৩৯) কদমতলা থেকে চুড়াইবাড়ি যাওয়ার মূল সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কদমতলা আর ডি ব্লকের সামনে যাওয়ার পর টিআর০২জে১৬০৪ নম্বরের মহেন্দ্রা সুপ্রো মডেলের একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে তাঁকে পিছন দিকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ি চালক। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন পথচারী পারভেজ। জনগণ খবর দেয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীর অফিসে। ঘটনাস্থলে আসেন দমকল বাহিনীর কর্মীরা। পাশাপাশি পৌঁছে কদমতলা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দমকল কর্মীরা পারভেজ আহমেদকে প্রথমে নিয়ে যায় কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। পরে কদমতলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক আঘাত গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগরস্থিত উত্তর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন পারভেজকে। এদিকে কদমতলা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি আটক করেছে।

আগের বার মহাকুম্ভ থেকে ফিরেছিলেন,এবার প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ হলেন বৈদ্যবাটির প্রৌঢ়

প্রীতম সাধুখাঁ, বৈদ্যবাটি, ৩১ জানুয়ারিঃ প্রয়াগ কুম্ভে পূন্যস্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ বৈদ্যবাটির বাসিন্দা দীনেশ ঘোষ। পরিবারে বাড়ছে উৎকণ্ঠা।গত ২৭শে জানুয়ারি প্রতিবেশী দুই জনকে সঙ্গে নিয়ে মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন বৈদ্যবাটি জে এন গুপ্ত লেনের বাসিন্দা বছর ৪৮ এর দীনেশ ঘোষ। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী দীনেশ ধর্মকর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এর আগে বেনারস কাশি গয়ায় গিয়েছিলেন। ২০১৩ সালেও মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন। তবে সেবার বাড়ি ফিরেছিলেন ঠিকঠাক। কিন্তু এবার তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাবাকে খুঁজে পেতে উত্তরপ্রদেশ রওনা দিচ্ছেন ছেলে হিরন্ময়। দীনেশের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৭শে জানুয়ারি আনন্দ বিহার মেলে সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ধরে দীনেশ ও তার প্রতিবেশী দুই যুবক শুভঙ্কর জানা ও সন্টু মন্ডল।

পরদিন দুপুর দুটোয় পৌঁছান প্রয়াগরাজে ২৯ শে তারিখ ভোর সারে পাঁচটায় সঙ্গম ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হয়ে যান দীনেশ। তারপর থেকে আর তার খোঁজ পায়নি শুভঙ্কর ও সন্টু। ঘাটে মাইকে প্রচার করেও খোঁজ পাওয়ার জন্য ঘোষণা করেন। কিন্ত কোনভাবেই খোঁজ পাইনি তারা। দীনেশের পরিবারকে নিখোঁজ হওয়ার খবর জানান তারা। প্রয়াগরাজ থেকে বেনারসে বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়ার কথাছিল। সেই মতো খোঁজার জন্য সেখানের নিদিষ্ট হোটেলেও যান দুই যুবক। কিন্তু সেখানেও পাওয়া যায়নি তাকে। দীনেশকে না পেয়ে আজই তারা বাড়ি ফিরে আসেন।

পরিবারের তরফে ছেলে প্রয়াগ রাজের জজ টাউনের হেল্প লাইনে ফোন করেন। ছবি ও নাম ঠিকানা দেন। কিন্ত এখনো পর্যন্ত কোন ফোন আসেননি। অসুস্থ হল না হারিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছে না পরিবার। তাতেই দুশ্চিন্তায় রয়েছে সকলে। এর আগেও কুম্ভ মেলায় গিয়েছিলেন দীনেশ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি পরিবারকে।

নতুন দুটি বৈদ্যুতিক সেকশনে বৈদ্যুতিক লোকোর সফল পরীক্ষণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩১ জানুয়ারিঃ ক্রমাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ও শূন্য-কার্বন রেল নেটওয়ার্কের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার বৈদ্যুতিকীকরণ অভিযানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখিয়েছে। ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আনুমানিক ২,৮২৮ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) সফলভাবে বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে, যা এই জোনের মধ্যে বৈদ্যুতিকীকরণ কাজের প্রায় ৭০ শতাংশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে।

এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল নেটওয়ার্কে কার্বন নির্গমন হ্রাস করা এবং পরিচালনমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি করা। অতিরিক্ত সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন কার্যকরার এক বৃহৎ

অগ্রগতি ঘটেছে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দুটি সেকশনে তথা ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে লামডিং ডিভিশনের আগরতলা-সাব্রুম সেকশনের (১১২.৯১ আরকেএম) মধ্যে বৈদ্যুতিক লোকোর পরীক্ষণ সফলভাবে সম্পাদনের পর ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ কোচবিহার-বামনহাট সেকশনের (৪৯.৮১ আরকেএম)মধ্যে বৈদ্যুতিক লোকোর আরেকটি সফল পরীক্ষণ করা হয়। দুটি পরীক্ষাই সর্বাধিক সেকশনাল গতিবেগে পরিচালনা করা হয়। বৈদ্যুতিক লোকোমোশনে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষণগুলি গুরুত্বপূর্ণ, যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেকশনটিতে বিদ্যুৎ পরিচালিত ট্রেন পরিচালনা সহজ করে তুলবে, এর ফলে অঞ্চলটিতে দ্রুত, আরও দক্ষ এবং পরিবেশ অনুকূল ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত হবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে যে বৈদ্যুতিকীকরণ অভিযান চালানো হচ্ছে তা দেশের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে রেল সংযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাবে।

রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণের দ্রুত অগ্রগতির লক্ষ্য হলো ফসিল ফুয়েলের উপর নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস করা, ট্রেনের গতিবেগ উন্নত করা, পরিচালন ব্যয় হ্রাস করা, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা এবং কার্বন-নিউট্রাল রেল নেটওয়ার্ক অর্জন করা। এইসমস্ত অগ্রগতির সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক সবুজ এবং আরও সুস্থির ভবিষ্যতের জন্য পথ প্রশস্ত করে তুলেছে।

হেলিকপ্টারের সঙ্গে উড়োজাহাজের সংঘর্ষ, স্কেটিং জগতে শোকের ছায়া

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে মাঝআকাশে সামরিক হেলিকপ্টারের সঙ্গে যে উড়োজাহাজের সংঘর্ষ হয়েছিল, সেটিতে ১৬ বছর বয়সী দুজন স্কেটার ছিল। তাদের মা এবং দুই রুশ প্রশিক্ষকও ছিলেন। হেলিকপ্টার ও উড়োজাহাজে আরোহীদের ৬৭ জনের সবাই নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় স্কেটিংজগতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ছয়জন বোস্টনের একটি স্কেটিং ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে দুই কিশোর স্কেটারের নামস্পেনসার লেন ও জিন্না হান। স্কেটিং ক্লাবটির নির্বাহী কর্মকর্তা ডাগ জেগিব স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার বলেন, 'আমরা আমাদের পরিবার হারিয়েছি।' দুর্ঘটনার শিকার স্কেটাররা যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের উইচিতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইউএস ফিগার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে সম্পর্কিত তরুণ স্কেটারদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে ফিরছিল। স্থানীয় সময় বুধবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি বাণিজ্যিক বিমান এবং একটি সামরিক হেলিকপ্টারের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। রয়টার্সের খবর অনুসারে, এ পর্যন্ত ৩০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বিধ্বস্ত উড়োজাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কমপক্ষে ১৪ জন স্কেটিং খেলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এ খেলা পরিচালনাকারী সংস্থা ইউএস ফিগার স্কেটিং নিশ্চিত করেছে, বেশ কয়েকজন ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক এবং খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যরা ফ্লাইটে ছিলেন। ওই ছয়জনের বাইরে অন্য স্কেটার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের তথ্যের তালিকা নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানিয়েছে বিবিসি। তবে তাতে সাড়া দেয়নি ইউএস ফিগার স্কেটিং। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিবহন

নিরাপত্তা বোর্ড দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একাধিক তদন্ত করছে। উদ্ধারকারীরা পটোম্যাক নদীর বরফে ঢাকা পানিতে হতাহতদের উদ্ধারে অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে। নদীতে দুর্ঘটনার শিকার উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারের অবশিষ্টাংশ এখনো রয়ে গেছে। আমেরিকান এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজটিতে ৬৪ আরোহী এবং হেলিকপ্টারে ৩ জন ছিলেন। উড়োজাহাজে থাকা যাত্রী ও ক্রুদের সম্পর্কেও খুব একটা তথ্য পাওয়া যায়নি। ডেলাওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, সাশা কিরসানভ নামের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক প্রশিক্ষক ওয়াশিংটনের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা বিশ্বাস করি যে ইউডি ফিগার স্কেটিং ক্লাবের সদস্য দুই তরুণ স্কেটারও এ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।' তবে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। ফিলাডেলফিয়া স্কেটিং ক্লাব অ্যান্ড হিউম্যান সোসাইটি, স্কেটিং ক্লাব অব নর্দান ভার্জিনিয়াসহ অন্য ক্লাবগুলো বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, তারা এই ক্ষতিতে বিধ্বস্ত। কিন্তু কোনো ক্লাব হতাহত ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেনি। রুশ সংবাদ সংস্থা তাসের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক স্কেটার ইন্না ভোলিয়ানস্কায়াও ওই উড়োজাহাজে ছিলেন। বোস্টন ক্লাবের নির্বাহী কর্মকর্তা জেগিব বলেন, বোস্টন ক্লাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও যাঁরা আরোহী ছিলেন, তাঁরা হলেন দুই স্কেটারের মা ক্রিস্টিন লেন ও জিন হান এবং রুশ প্রশিক্ষক ইয়েভজেনিয়া শিশকোভা ও ভাদিম নাউমভ। শোকাহত জেগিব ওই উড়োজাহাজ দুর্ঘটনাকে 'ভয়াবহ ট্রাজেডি' বলে অভিহিত করে বৃহস্পতিবার নিজ ক্লাবে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা বিধ্বস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।' তিনি স্পেনসার লেনকে স্কেটিংয়ের ভবিষ্যৎ হিসেবে উল্লেখ করেন। জেগিব বলেন, স্পেনসার ও জিন্না হান তাঁর ক্লাবের নেতা ছিলেন। কোচ শিশকোভা এবং নাউমভ ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত রুশ জুটি স্কেটার, যাঁরা ১৯৯৪ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তাঁরা অলিম্পিকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েছিলেন। স্কেটিংজগতের অনেকে বুধবারের দুর্ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার মিল পান। কারণ, ১৯৬১ সালে ঘটা ওই উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় ১৮ জনের মার্কিন ফিগার স্কেটিং দল প্রাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার পথে নিহত হয়।

ডানকুনি-র ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা

কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ কলকাতার পর এবার হুগলির ডানকুনি-র ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় কিছু বছর আগে তৈরি হয়েছিল এই বিল্ডিং তারপর থেকেই ধীরে ধীরে একটু একটু করে উত্তর দিকে হেলতে থাকে। বহুতলের অনেক ঘরের মেঝেতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ঘটনা জানাজানি হতেই ডানকুনি পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের খুসাইগাছি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা। স্থানীয় পৌরপিতা দিলীপ কয়াল বলেন, এই বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। তবে তিনি আশ্বাস দেন পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার দের নিয়ে গিয়ে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখবেন। এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক এবং প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবে। তাছাড়াও অন্যান্য জায়গায় যে রূপ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এখানেও ঠিক সেই রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দোষীরা কেউ ছাড় পাবে না। পাল্টা সুর চরিয়ে ডানকুনি বিজেপি মন্ডল সভাপতি গুঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ডানকুনি-তে একের পর এক অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণ হচ্ছে। পাঁচ তলা বিল্ডিং-এর পারমিশন থাকলেও সেখানে জায়গায় ছয় তলা বিল্ডিং গড়ে উঠছে। এর সম্পূর্ণ দায় পৌরসভা-কে নিতে হবে। যদি কোনরকম দুর্ঘটনা ঘটে, বা এই বিল্ডিং ভেঙে পড়ে কোনো মানুষ যদি আহত বা নিহত হয় তার সম্পূর্ণ দায়ভার ডানকুনি পৌরসভা কে নিতে হবে। কোনো রূপ ভাবেই এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না পৌরসভা। তাদের গাফিলতির কারণেই এই বিল্ডিংটি হেলে পড়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুকুর বুঝিয়ে অবাধে চলছে বহুতল নির্মাণের কাজ। সব দেখেও চোখ বুজে আছে পৌরসভা। এতদিন তারা দেখতে পায়নি, এখানে কাট মানি দিলেই সব কিছু হয়। সবকিছুই কাট মানির খেলা।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো কাকদ্বীপ মহাকুমা শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

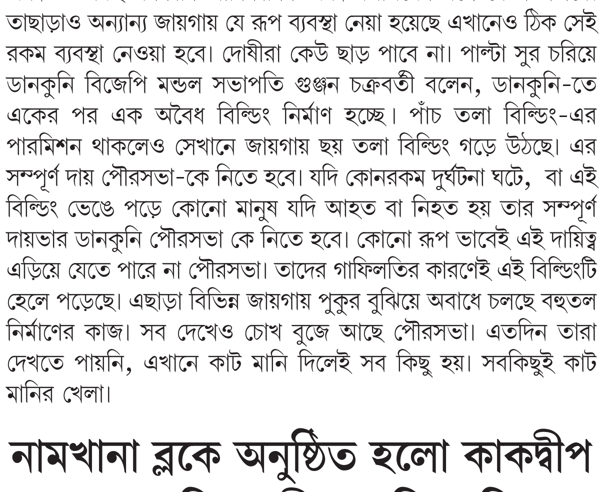

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩১ জানুয়ারিঃ নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হলো ৩৩ তম কাকদ্বীপ মহাকুমা শিশু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয় পায়রা উড়িয়ে এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ দাস, উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, রাজনগর বিশ্বম্ভর হাইস্কুলে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র, উপস্থিত ছিলেন এসআই মৃনাল দাস, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, ব্লকের শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ দেবকুমার মন্ডল সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট খুদে পড়ুয়ারা বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

Name Change

I,Moloy Sardar son of Ashit Sardar,residing at Nalabara, Sanrapul, Dist-North 24 Parganas, West Bengal-743286,INDIA, That my Father's actual name is Ashit Sardar instead of Ashit Kumar Sardar before the Ld 1st class judicial Magistrate at Calcutta dated 30/01/2025. Ashit Sardar and Ashit Kumar Sardar both are same and one identical person.

Name Change

I, Anil Kr. Das (Old Name) son of Ramdeo Das,residing at Garulia Main Road,Garulia,Dist-North 24 Parganas,Pin-743133, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anil Kumar Das (New Name) as declared before the Ld.1st class judicial magistrate at calcutta,dated 30/01/2025. Anil Kr. Das and Anil Kumar Das both are same and one identical person.

Name Change

I, Anindita Mazomdar (Old Name) son of Atanu Nag,residing at 116,S.N. Banerjee Road, North Barrackpore,PS-Titagarh, Dist-North 24 Parganas, Pin-700120, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anindia Nag (New Name) as declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Kolkata,dated 30/01/2025. Anindita Mazomdar and Anindia Nag both are same and one identical person.

Name Change

I, Somenath Mukhopadhyay (Old Name) son of Indubhushan Mukherjee,residing at Purbayan,B-111,Sodepur,PO-Sodepur, PS-Ghola,Dist-North 24 Parganas,Pin-700110, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Somenath Mukherjee (New Name) as declared before the Ld.1st class judicial magistrate at Calcutta,dated 30/01/2025. Somenath Mukhopadhyay and Somenath Mukherjee both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHAMMED NAZRUL ISLAM S/O Late BABUR ALI MOLLA Residing at Vill-Kuchiamora, P.O.-Khalisadi, P.S.-Haroa, District - North 24 Parganas, Pin - 700066, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NAZRUL ISLAM as declared before the Notary Public govt of India at Alipore vide affidavit Dated 31-01-2025. MAHAMMED NAZRUL ISLAM and NAZRUL ISLAM both are same and one identical person

Name Change

I, Md Sayaduzzaman (Old Name) S/o Md Qamruzzama Residing at 59M, M G J Khan Road, Tiljala, District - 24 Pgs (S), Pin - 700039 West Bengal India shall henceforth be known as Md sayaduzzama (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 31-01-2025. Md Sayaduzzaman (Old Name) and Md Sayaduzzama (New Name) both as same and one identical person.

আবাস যোজনার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখে নি কেন্দ্রীয় সরকার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথা রাখেনি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যের মানুষের সাথে বঞ্চনা করেছে। শুক্রবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত পঞ্চায়েত দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে যোগ দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পি উলগানাথন। জেলায় পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজগুলিকে আরও ত্বরান্বিত করাই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলার সমস্ত এসডিও, ব্লকের বিডিও, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত প্রধান, উপ-প্রধান থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বাংলা আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ, মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পগুলিতে ভালো কাজের রাজ্য কে পুরস্কৃত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ ১ হাজার উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরীর জন্য ৭ হাজার ৪শো কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যে কথা বললেও ২০২১ সালের পর থেকে রাজ্য সরকার কে কেন্দ্রীয় সহায়তা বন্ধ করে দিয়েছে তারাই। এটি রাজ্যের মানুষের সাথে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দিচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খুব ভালো ভাবে চলছে। সাধারণ মানুষের সাহায্যের্থে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ টাকা পঞ্চায়েতি প্রকল্পে সঠিক ভাবে খরচ করার পরামর্শ দেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

নাতনিকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ দাদুর বিরুদ্ধে, আটক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৩১ জানুয়ারি ঃ ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে বছর ৪৫ এর অভিযুক্ত দাদুকে গ্রেপ্তার করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত গ্রামীণ এলাকায়। অপরদিকে দাদুর লালসার শিকার হওয়া বছর ছয়েকের ওই শিশু কন্যাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে নবদ্বীপ হাসপাতালে। নির্যাতিতা শিশু কন্যাটির পরিবার আদতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা হলেও বিগত দুমাস যাবত মামার বাড়ির কাছেই নবদ্বীপের গ্রামীণ এলাকায .ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করে। সূত্রের খবর নির্যাতিতা শিশু কন্যার বাবা কর্মক্ষেত্রে অন্যত্র থাকেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে নির্যাতিতার মা- শিশু কন্যা ও তার দুবছরের শিশু পুত্রকে বাপের বাড়িতে আভিযুক্ত বাবার কাছে রেখে একমাত্র গিয়েছিলেন কাছেই দুয়ারে সরকার শিবিরে। সেখানে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে নির্যাতিতার মা বাপের বাড়িতে এসে হতবাক হয়ে যান। দেখেন মেয়ে চিৎকার করে কান্নাকাটি করছে। প্রশ্ন করতেই দাদুর কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দেয়। পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ভিড় জমান গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। গুরুতর অসুস্থ নির্যাতিতা ওই শিশু কন্যাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। পাশাপাশি ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রাথমিকভাবে নির্যাতিতার দাদুকে আটক করে পুলিশ। সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দাদুকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হল ফুলবাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারি ঃ 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির মাধ্যমে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হল ফুলবাড়িতে।

শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্তর্গত ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউট পোস্টের উদ্যোগে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন পুলিশের উদ্যোগে বাইক চালকদের ট্রাফিক নিয়মের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য র‍্যালি বের করা হয়। এছাড়া হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের হেলমেট বিতরণ ও গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এডিসিপি অভিষেক মজুমদার, এসিপি ট্রাফিক রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, এনজেপি থানার আইসি সোনম লামা, ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক আউট পোস্টের ওসি অসিত সাহা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।

হরিপালে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার হরিপালের মালিয়ার বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন ও আলাপচারিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী

বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় সহ জেলাস্তরের নেতৃত্ববৃন্দ। এই সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য তিনি এই সম্মেলনের গুরুত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্পগুলো চালু করেছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলার সভানেত্রী বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের যে সমস্ত প্রকল্পগুলো তৈরি করেছেন এবং মহিলাদের সম্মান দিতে যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ আটক পাঁচ

দুরন্ত বার্তা, কুলটি, ৩১ জানুয়ারিঃ প্রচুর পরিমাণ গাঁজা সহ পাঁচজনকে আটক করল কুলটি থানার পুলিশ। আসানসোলের কুলটি থানার ডিসেরগড়ের ঘটনা। একটি পিকআপ ভ্যান এবং একটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ভোরে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ এবং কুলটি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে ডিসেরগড়ে সুভাষ সেতুর কাছে দুটি গাড়ি আটকায়। দেখা যায় পিকআপ ভ্যানে টমেটোর আড়ালে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। অন্যদিকে আরেকটি গাড়ির ঢেকির ভেতরে গাঁজা রাখা ছিল। দুটি গাড়ি থেকে প্রায় ২ কুইন্টাল গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এত পরিমাণ গাঁজা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তার তদন্তে পুলিশ।

কুম্ভ স্নানে গিয়ে নিখোঁজ মহিলা, পরিবারের পাশে বিজেপি তৃণমূল নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ জানুয়ারিঃ উত্তরপ্রদেশের প্রয়োগরাজের মহাকুম্ভের বিপর্যয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির বেলাকোবার এক মহিলা। রেসমেইই মেহের (৫৫) নামে ওই মহিলার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ইতিমধ্যে খবর। পরিবারের লোকেরা সেই খবর জানিয়েছে। জানা গেছে মহিলার বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলা বেলাকোবার শিকারপুরের চা বাগান এলাকায়। গত ২৭ তারিখ স্থানীয় কয়েকজন প্রতিবেশীদের সাথে ওই নিখোঁজ মহিলা তার স্বামীর সঙ্গে মহাকুম্ভে স্নানের উদ্দেশ্য রওনা দেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে। এরপর গত বুধবার পৌছে স্নানের উদ্দেশ্যে গঙ্গায় যায়। এরপর ওই বিপর্যয় পর থেকে তার খোঁজ পায় যায়নি বলে খবর। স্বামী সহ প্রতিবেশিরা অনেক খোজাখুজির পরও তার সন্ধান পায়নি। উত্তরপ্রদেশের প্রয়োগরাজের মহাকুম্ভের বিপর্যয়ে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির বেলাকোবার এক মহিলা। রেসমেইই মেহের (৫৫) নামে ওই মহিলার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে ইতিমধ্যে খবর। ইতিমধ্যে সেই ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলাতে। আজ ওই নিখোঁজ পরিবারের খোঁজ নিতে পৌঁছেছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব বাপি গোস্বামী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মী ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে।

নদীয়া থেকে গ্রেফতার ২ বাংলাদেশি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩১ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে একাধারে যেমন সীমান্তে চলছে কড়া নজরদারি, পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় চলছে পুলিশ প্রশাসনেরও কড়া নজরদারি। আর বিশেষ করে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশের তরফে নেওয়া হয়েছে শুরু থেকেই কড়া ব্যাবস্থা, রানাঘাট পুলিশ জেলার সকল থানার তরফ থেকেও নেওয়া হয়েছে বাড়তি নজরদারি এবং এর ফলে মিলেছে একাধিক সাফল্য। আর এবার আবারও দুই বাংলাদেশি যুবককে গ্রেপ্তার করলো রানাঘাট পুলিশ জেলার অন্তর্ভুক্ত শান্তিপুর থানার তরফে। পুলিশ সুত্রে জানা যায় ঐ দুই বাংলাদেশি যুবকের মধ্যে একজন চিকিৎসা করানোর জন্য ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলো কিন্তু ২০২৪ এর ডিসেম্বরই শেষ হয় সেই বৈধ ভিসার মেয়াদ, মেয়াদ শেষ হলেও বেআইনি ভাবেই তিনি এদেশে, নদীয়ার শান্তিপুরে থাকতে শুরু করে, পাশাপাশি অপর যুবক দালাল মারফত এদেশে আসে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদীয়ার শান্তিপুর থানার পুলিশ শান্তিপুর থানা এলাকার লক্ষ্মীতলা পাড়া এবং মুচিপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে এই দুই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে। জানা যায় বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বিষয়টির উপর বেশ কয়েকদিন নজরদারি করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। তাদের গতিবিধি এবং বিভিন্ন তথ্য নিয়মিত জানানো হয় রানাঘাট পুলিশ জেলাকে। অবশেষে বৃহস্পতিবার তাদেরই নির্দেশে শান্তিপুর থানার লক্ষীতলা পাড়া এবং মুচিপাড়া এলাকা থেকে দুজন যুবককে গ্রেফতার করে শান্তিপুর থানার পুলিশ। জানা যায় ওই দুই যুবকের নাম আকাশ মিত্র এবং প্রকাশ পাল তারা বাংলাদেশের মাগুরা জেলার শালীখা থানার তালকারি এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার ধৃতদের তোলা হয় রানাঘাট আদালতে।

LN/EL

লি এণ্ড নী সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
CIN: L70102WB1988PLC045587
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেল আইডি ঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং ডিসক্লোজার প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ২৯ এবং ৩৩ এবং ৪৭ অনুযায়ী, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে নেওয়া হবে।

নোটিশ এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

লি অ্যান্ড নী সফটওয়্যারস (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের জন্য
প্রীতিকা গুপ্ত
(কোম্পানি সচিব এবং সম্মতি কর্মকর্তা)
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১.২.২০২৫

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-10/Sub/II of 2024-25 for 01(One)No** work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **07.02.2025.** Last date of receiving tender paper-**11.02.2025.**
Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II Arambagh, Hooghly

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/06/24-25
For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for **02(Two)Nos**. similar works. Bid submission start dt.: **31/01/2025 at 18:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **08/02/2025 at 18:00 p.m.** Bid Opening Date on **11/02/2025 at 11.00 AM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪ (তিন) নম্বর বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, কন্ট্রাক্টর লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং আপ টু ডেট GST সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), PTCC, ITCC এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।
বিড জমা (অনলাইন) শুরুর তারিখ ২৮.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ থেকে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৭.০২.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in ।
১৬০ (৩) /২৪-২৫
৩০.১.২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
CIN: CIN: L17297WB1981PLC034226
নিবন্ধিত অফিসঃ রুম নং ৪০৭, ৪ তল, প্রিমিসেস নং. ৪ সিভিল রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ই-মেইলঃ investors@mavensbiotech.com ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস [সেবি (LODR) রেগুলেশন,২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭(১) (বি) দেখুন]
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	৯ মাস শেষে ৩১.১২.২৪ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ অনিরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয়	১.৫৩০	৪.৮৩৭	২.৮৪০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.৪৪৫)	(৭.৬৩৩)	(০.৬০০)
৩.	নিট লাভ /(ক্ষতি) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১.৪৪৫)	(৭.৬৩৩)	(০.৬০০)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১.৪৪৫)	(৭.৬৩৩)	(০.৬০০)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১.৪৪৫)	(৭.৬৩৩)	(০.৬০০)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৯৯.২০০	১,০৯৯.২০০	১,০৯৯.২০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	--	--	--
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল ও মিশ্র	(০.০০১)	(০.০০৭)	(০.০০১)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি নির্যাস, SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল। সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন পাওয়া যায় viz.www.cse-india.com । একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেমন viz.www.mavensbiotech.com
বোর্ডের আদেশানুসারে,
ম্যাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড-র পক্ষে,
জয় প্রকাশ
এমডি এণ্ড সিইও
DIN No.:02525414
তারিখ ঃ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

এইচ.এম টাওয়ার এবং আলোকসজ্জা, প্যানেল বোর্ডের মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসআর.ডিইই/এলএমজি/৩১ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৯-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৪-২৫/৩৮। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলে দিবা রাত্রি লোডিং এবং আনলোডিং সুবিধার জন্যে গুডস য়ার্ডে এইচ.এম টাওয়ার এবং আলোকসজ্জা, প্যানেল বোর্ড এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সমগ্র সরঞ্জামের মেরামত এবং প্রতিস্থাপন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫২,২৩,৬৫৮.৬০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৬,১০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৪-২৫/৩৯। কাজের নামঃ** এসএসই/আইসি/পি/লামডিং, নিউ হাফলং, চাপরমুখ জংশন এবং ডিমাপুরের অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পাওয়ার হাউসের বৈদ্যুতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের হেতু মানব শক্তির আউটসোর্সিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৯৯,৭২,৮৫৭.৯৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪৯,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০২-২০২৫ তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২০-০২-২০২৫ তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২০-০২-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইসোলেটরগুলিতে কপার জাম্পারের ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিআরডি/ এলএমজি/ ১৮ অফ ২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ২৮-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি২৭আর; কাজের নাম ঃ** লামডিং ডিভিশনের অধীনে আইসোলেটরে ১০৫ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের পরিবর্তে ১৬০ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৭০,৪৭,০৬৩.৭০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৪১,০০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২১-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি এন্ড জিএস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the SOMPARA-I GRAM PANCHAYAT (under Beldanga-II Development Block) TENDER NOTICE
Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-11/24-25/Som-II G.P** up to **07.02.25 17;00 hrs** for others details visit website – **https://wbtenders.gov.in** or **Sompara-II G.P**
Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for ACR Building, Drinking Water & Toilet works under RIDF-XXX fund in N.I.e.T. No.-06. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **17/02/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ- ০৭-১০-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-০৭-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫;** আদ্রা ডিভিশন ঃ গড়বেতা এবং বাঁকুড়াতে আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক দ্বারা পুরনো, জরাজীর্ণ ও অতি প্রাচীন আরসিসি ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন; ৫,১২,৪৯,২৪০.৩৩ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-০৮-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫;** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/ওয়াটার সাপ্লাই/আদ্রাতে পুরনো আরসিসি ট্যাঙ্ক নং ১ ও ২-এর প্রতিস্থাপনের জন্য ১০০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি কংক্রিট ওভারহেড ট্যাঙ্কের জন্য প্রস্তাব;৪,৭৩,৬০,৮৫৮.২১ টাকা। **(৩) ই-ডিআরএম- ইএনজিজি-এডিআরএ-০৯-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫;** ঝণ্টিপাহাড়ী ডিপোতে যে কোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে বোঝাই সহ যে কোনো পাথরখনি থেকে ৫০ মিমি গেজ মেশিন ক্রাশড ব্যালাস্ট স্ট্যাকে সরবরাহ ও বিতরণ; ৯৮,১৩,২২৯.৪৪ টাকা। **(৪) ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-এডিআরএ-১০-২৫, তারিখ ৩০.০১.২০২৫;** আদ্রা/রামকানালি ডিপোতে যে কোনো ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে বোঝাই সহ যে কোনো পাথরখনি থেকে ৫০ মিমি গেজ মেশিন ক্রাশড ব্যালাস্ট স্ট্যাকে সরবরাহ ও বিতরণ; ১,৩৫,২২,৭৪৮.৪০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** (PR-1088)

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for **22 nos.** various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID : **2025_ZPHD_807651_1 to 2025_ZPHD_807651_22** Last Date and time **07-02-2025, 6:55 PM. Ref. NIT21/24-25.**
Sd/- Executive Officer, Namkhana Panchayat Samiti, District South 24 Parganas

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for Supply of cooking and serving utensils for PM poshan program. For details visit **www.wbtenders.gov.in** Tender ID : **2025_ZPHD_807455_1.** Tender value **28.35 Lakh.** Last Date and time **14-02-2025, 6:55 PM. Ref. NIT20/24-25.**
Sd/- BDO, Namkhana Dev. Block District South 24 Parganas

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 97/EO/JLD-II, Dated: 31/01/2025
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-7(e)/EO/JLD-II/2024-25(2nd Call) dt.24.12.2024,** for 5 nos. scheme (**Tender ID : 2025_ZPHD_809696_1 & 2025_ZPHD_809696_5**), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **10.02.2025 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড
পি-১৫, নিউ সিআইটি রোড, কলকাতা-৭০০০৭৩
ওয়েবঃ www.championcommercial.in, ইমেলঃ mumbai@singhaniagroup.com, টেলিফোনঃ +৯১ ৩৩ ২২৩৭২১৯০
CIN :L51909WB1982PLC034891
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির পরিসংখ্যান
(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৭০.৬৯	১২.৫০	৩,১৮১.৪২	১৫১.৯৮	১৪,৪৯৭.৮৪	১৬,১১৩.৬৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৬৩.৭৬)	(১২২.৪১)	(৪৫.৭৪)	(২৬১.৩৩)	২০৭.২১	(৪১.৩৯)
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (অসাধারণ এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(৬৩.৭৬)	(১২২.৪১)	(৪৫.৭৪)	(২৬১.৩৩)	২০৭.২১	(৪১.৩৯)
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (অসাধারণ পরে এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(৭০.৪৮)	(৯৫.৬৬)	(৩১.৪১)	(২৩৭.৮৮)	১৫৫.৫২	(৩৮.৮০)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [পর্যায়কালের জন্য লাভ সমন্বিত (কর পরে) এবং/অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)]	(৫৪৭.০৬)	৩৯৭.২৮	৪৯৭.০২	(৮৩.৩৪)	১,৬০৬.৫৯	১,৫৫৩.২৬
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)	(৩৫.২৪)	(৪৭.৮৩)	(১৫.৭০)	(১১৮.৯৪)	৭৭.৭৬	(১৯.৪০)

মন্তব্যঃ উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত ফলাফল SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধান অনুসারে কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে
স্বা/- গৌরব সিংঘানিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এণ্ড সিইও
ডিআইএনঃ ০১১৮৬৫৬৮
স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ৩১.০১.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The **Exe. Engr. (E)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-Tender online, two part Bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/276/24-25
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at Shib Tala School Road, Suchata Nagar, North Purbachal, Kalikapur etc. areas in Ward No. 106, Br-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,97,453.10.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **08.02.2025 upto 3 p.m.** The bid form and other details are available on and from **31.01.2025 - 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (E)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/801
Name of work : **Supply & delivery of LED Tube Light for CD Block, Fish Market, Grocery Market at Gariahat Market complex under Br-VIII.** Estimate Amount: ₹ **1,98,231.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **13.02.2025 at 12 Noon.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **13.02.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (5 p.m.)**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/816
Name of work : **Repair and replacement of decorative lights and electrical accessories at Jatin Das Road, Lake Terrace and Dr. Sarat Banerjee Road in Ward in Ward No.-90, Br.-VIII.** Estimated Amount:₹ **2,21,860.64.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/817
Name of work : **Improvement of decorative light system at Dr. Sarat Banerjee Road in Ward No. - 90, Br.-VIII.** Estimated Amount: ₹ **1,09,349.67.** Earnest Money: ₹ **2,200.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **11.02.2025 (12 Noon).** (for Sl. No. 2 & 3) Bid opening date for Technical Proposals (online): **11.02.2025 at 4 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3) The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (4 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3)
(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/798
Name of work : **Improvement of lighting arrangement by energy efficient Eco-Friendly LED Lights at ILL Light area at Arupota Village near Boinchtalla School and surrounding area in Ward No. 58, Br-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,70,749.89.** Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **11.02.2025 – 12.30 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals: **11.02.2025 – 2.30 p.m.**
(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/809
Name of work : **Temporary lighting arrangement on Sab-E-Barat at different areas in Ward No.-65.** Estimate Amount: ₹ **1,43,000.00.** Earnest Money: ₹ **2,900.00.** Period of Completion: **05 days.**
(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/808
Name of work : **Supply and delivery LED Street light fittings at R.K.Chatterjee Rd./Bakul Tola Lane and other places in Ward No. 67.** Estimate Amount: ₹ **1,87,832.00.** Earnest Money: ₹ **3,800.00.** Period of Completion: **10 days.**
(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/810
Name of work : **Installation of LED glow sign board "I Love Kolkata" at Syed Amir Ali Avenue and Samsul Huda Rd. crossing. (in front of Quest mall) in Ward No.- 65 under Br.-VII.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **5,000.00 (LS)** Period of Completion: **10 days.** Last Date and time of Submission of Bid: **10.02.2025 at 12 Noon.** (for Sl. No. 5 to 7) Bid opening date for Technical Proposals (Online): **10.02.2025 – 2 p.m.** (for Sl. No. 5 to 7) The bid forms and other details are available on and from **31.01.2025 (6 p.m.)** (for Sl. No. 4 to 7) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7)
(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/762
Name of work : **Renovation of street lighting system at Fakir Halder Rd, Apurba Mitra Lane & other different places in Ward No.-83.** Estimated Amount: ₹ **4,93,727.39.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(9) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/763
Name of work : **Supply & Delivery of LED street light fitting at different places in Ward No. - 83.** Estimated Amount: ₹ **1,93,756.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **07 days.**
(10) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/804
Name of work : **Renovation of lighting system at surrounding of Kalitemple Rd. under Kalighat Sky work in Ward No. - 83.** Estimated Amount: ₹ **4,78,055.22.** Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion: **20 days.**
(11) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/765
Name of work : **Supply and delivery of LED Street light fittings at Govinda Auddy Road, Alipore Road other places in Ward No. - 82.** Estimated Amount: ₹ **1,99,042.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **20 days.**
(12) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/785
Name of work : **Installation of bustee lighting system at Nritya Ghosh Street bustee & other bustee areas in Ward No.-75.** Estimated Amount: ₹ **1,98,522.57.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(13) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/795
Name of work : **Improvement of street lighting system at Hemchandra Street, Ramkamal Street & other places in Ward No. - 76.** Estimated Amount: ₹ **4,98,728.91.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(14) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/797
Name of work : **Improvement of street lighting system at Manasatala Row, Monilal Banerjee Road & other places in Ward No. - 77.** Estimated Amount: ₹ **4,98,539.03.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(15) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/786
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Nazir Lane bustee & other bustee areas in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **1,98,809.41.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
(16) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/787
Name of work : **Improvement of street lighting system at Ibrahim Road, Ekbalpur Lane & other places in Ward No.-78.** Estimated Amount: ₹ **4,98,539.03.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(17) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/794
Name of work : **Repairing of Street Lighting system at Micle Dutta Street, Mohan Chand Road and other places in Ward No.-76.** Estimated Amount: ₹ **4,98,511.76.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(18) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/796
Name of work : **Repairing of Street Lighting system at Bakery Road, Hospital Lane, Janaki Shah Road and other places in Ward No.-75.** Estimated Amount: ₹ **4,97,324.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(19) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/805
Name of work : **Improvement of Street Lighting system at Canal Road, Khalashitala Lane, Kabitirtha Sarani & other places in Ward No.-75.** Estimated Amount: ₹ **4,98,539.03.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(20) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/806
Name of work : **Repairing of Street Lighting system at Diamond Harbour Road, Manasatala Lane and other places in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **4,97,917.88.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
(21) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/807
Name of work : **Supply & Delivery of LED Street Light fittings at Ekbalpur Lane, Ibrahim Road & other places in Ward NO.-78.** Estimated Amount: ₹ **1,98,817.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and time of Completion of Bid: **10.02.2025 up to 2 p.m.** (for Sl. No. 8 to 21) Tender (Technical) Opening Date **10.02.2025 at 4 p.m.** (for Sl. No. 8 to 21) The bid form and other details are available on and from **31.01.2025 from 2 p.m.** (for Sl. No. 8 to 21) For full and further details, please visit the Website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 8 to 21) Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. (for Sl. No. 8 to 21) **(1326/24-25)**

গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের উদ্বোধনে জয় শাহকে আমন্ত্রণ পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ৩১ জানুয়ারিঃ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এর চেয়ারম্যান মহসিন নকভি গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন তারিখ ঘোষণা করেছেন। গাদ্দাফি স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন হবে ৭ ফেব্রুয়ারি, যা ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়েছেন যে, তারা ১৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন, যেখানে আইসিসি চেয়ারম্যান জে শাহ সহ বিভিন্ন ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজের গতিপথ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে, মহসিন নকভি সাংবাদিকদের বলেন, ''গাদ্দাফি স্টেডিয়াম ৭ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন হবে এবং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ করবেন। স্টেডিয়ামের চূড়ান্ত কাজ এখন শেষের দিকে, এবং শেষ মুহূর্তের টাচ-আপ চলছে। এটা নিশ্চিত যে ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।'' তিনি আরো বলেন, ''আমরা সেপ্টেম্বরে স্টেডিয়ামটি ভেঙে ফেলেছিলাম, এবং অক্টোবর থেকে পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু হয়। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে জানুয়ারির শেষ নাগাদ এটি সম্পূর্ণ হবে, এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কাজ প্রায় সম্পন্ন।'' মহসিন নকভি আরও জানান, করাচি স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজও পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে। গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হবে ৭ ফেব্রুয়ারি, তবে একটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ১১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের পরিদর্শন

করবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১১ ফেব্রুয়ারি এই স্টেডিয়ামে পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা ১৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। এতে সকল অতিথি, আইসিসি সদস্য দেশগুলোর ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন, এবং আইসিসি চেয়ারম্যান জে শাহকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মহসিন নকভি আরও বলেছেন, ''আমরা ১৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করব, যেখানে অংশগ্রহণকারী সব ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান ও আইসিসি কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা আইসিসি চেয়ারম্যান জে শাহকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তাঁদের সবাইকে স্বাগত জানাতে আমরা অত্যন্ত উৎসাহী।'' এই ঘোষণা পাক ক্রিকেট বোর্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজের জন্য পিসিবি দীর্ঘদিন ধরে সমালোচনার শিকার হয়েছে। স্টেডিয়ামের সংস্কারের সময়সীমা নিয়ে কয়েকটি পরিবর্তন এবং তারিখের বদল হয়েছে, যা ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তবে, পিসিবি আশা করছে যে সবকিছু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে এবং চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রস্তুতি সফলভাবে সম্পন্ন হবে। মহসিন নকভি এই প্রসঙ্গে বলেন, ''আমরা সব দলে ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা এবং স্বাগত জানিয়ে তাদের জন্য একটি সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন আয়োজনের ব্যবস্থা করব। পিসিবির সকল সদস্য দিন-রাত এক করে কাজ করছে, যাতে একটি সফল এবং স্মরণীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যায়।'' এর আগে গাদ্দাফি স্টেডিয়াম নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হতে পারবে না, কিন্তু এখন পিসিবি কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে যে সমস্ত সংস্কার কাজ ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে পিসিবি কর্তৃপক্ষের প্রতি ভক্তদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এদিকে, পাকিস্তানের ক্রিকেট ইতিহাসে এই চ্যাম্পিয়নস ট্রফি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে দাঁড়াবে। গাদ্দাফি স্টেডিয়াম, যেটি একসময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক কেন্দ্র ছিল, বর্তমানে একটি নতুন রূপে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। এর ফলে শুধু পাকিস্তানের ক্রিকেট প্রেমীদের জন্যই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্রিকেট ভক্তদের জন্যও এটি একটি বড় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া, ২০২৫ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, এটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের অবস্থানকে আরও মজবুত করবে। পাকিস্তান এই ট্রফি আয়োজনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূলধারায় আরও দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। পিসিবি কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে তারা অনুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে এবং আইসিসি ও অন্যান্য দেশের বোর্ডের প্রতিনিধিদের জন্য নিরাপত্তা, আতিথেয়তা এবং অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করবে।

৭০০ ম্যাচ জয়েও প্রথম রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৩১ জানুয়ারিঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো মানেই যেন এখন নতুন কোনো রেকর্ড। রোনাল্ডো গোল করলে রেকর্ড, জিতলে রেকর্ড, এমনকি কখনো কখনো শুধু খেললেও হয়ে যায় রেকর্ড। গতকাল রাতে যেমন ম্যাচ জিতে নতুন আরেকটি রেকর্ড গড়লেন রোনাল্ডো। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে আল-রায়েদের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে রোনাল্ডোর আল নাসর। জয়ের পথে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি আসে পর্তুগিজ মহাতারকার কাছ থেকে। এটি আল নাসরের হয়ে ৯৪ ম্যাচে রোনাল্ডোর ৮৫তম

গোল, আর সব মিলিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের ৯২১তম গোল। তবে গোল করে নয়, রোনাল্ডো রেকর্ড গড়েছেন ম্যাচ জিতে। সৌদি লিগে পাওয়া এই জয় রোনাল্ডোর ক্লাব ক্যারিয়ারের ৭০০তম জয়। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাব ক্যারিয়ারে ৭০০ ম্যাচ জেতার অনন্য রেকর্ড গড়লেন আল নাসর তারকা। স্পোর্তিং লিসবনের হয়ে যাত্রা শুরু করা রোনাল্ডো নিজের আঁতুড়ঘরের হয়ে জিতেছিলেন ১৩ ম্যাচ। এরপর স্যার আলেক্স ফার্গুসনের হাত ধরে রোনাল্ডো চলে যান ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে। ক্লাবটির হয়ে দুই মেয়াদে রোনাল্ডো জিতেছেন ২১৪ ম্যাচ। সর্বকালের সেরাদের তালিকায় জায়গা করে নেওয়া রোনাল্ডো সবচেয়ে সফল সময় পার করেন রিয়াল মাদ্রিদে। লা লিগার ক্লাবটির হয়ে দারুণ সব অর্জনের পথে রোনাল্ডো জিতেছেন ৩১৬ ম্যাচ। ২০১৮ সালে রোনাল্ডো রিয়াল ছেড়ে যোগ দেন ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্তাসে। সেখানে তার জয় ছিল ৯১ ম্যাচে। আর বর্তমানে আল নাসরের হয়ে রোনাল্ডোর জয় ৬৬ ম্যাচে। সব মিলিয়ে রোনাল্ডো জিতলেন ৭০০ ক্লাব ম্যাচ। এখন পর্যন্ত আর কোনো ফুটবলারই ক্লাবের হয়ে ৭০০ ম্যাচ জেতার মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে অজি শিবিরে বিরাট ধাক্কা, চোটে ছিটকে গেলেন মিচেল মার্শ

মেলবোর্ন, ৩১ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার এক তারকা অলরাউন্ডারের। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। তার আগে চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন মিচেল মার্শ। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ফর্মে ছিলেন না তিনি। যে কারণে সিডনি টেস্টে তাঁর পরিবর্তে বিউ ওয়েবস্টারকে খেলিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তারকা অলরাউন্ডারের ফিটনেস নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁর খেলার স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিগত কয়েকদিন ধরে পিঠের চোটে ভুগছেন অজি সুপারস্টার মিচেল মার্শ। নিজের স্বাভাবিক খেলাটা যে কারণে মেলে ধরতে পারছিলেন না। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ওয়ান ডে এবং টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছেন মার্শ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে পারলে তিনি আইসিসি আয়োজিত সীমিত ওভারের তিনটি বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেতেন। কিন্তু এ বছর সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পিঠের চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিম থেকে বাদ পড়েছেন মিচেল মার্শ। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের এক মুখপাত্র বলেছেন, ''জাতীয় নির্বাচক প্যানেল ও অস্ট্রেলিয়ার

পুরুষ ক্রিকেট টিমের চিকিৎসা বিভাগের পক্ষ থেকে চোটের কারণে মিচেল মার্শকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। রিহ্যাব প্রক্রিয়ায় থাকা মার্শের শারীরিক অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। সম্প্রতি তাঁর পিঠের নিচের অংশে ব্যথা বেড়েছে। ফলে নির্বাচকমণ্ডলীকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। পুরোপুরি সেরে ওঠার সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁর পুনর্বাসনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। মার্শের জায়গায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিমে কাকে নেওয়া হবে, তা নিয়ে সঠিক সময়ে বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত জানাবে নির্বাচন কমিটি।''

হাবাসের লক্ষ্য তিন, লিগ ডবল গোকুলামের

বারাণসী, ৩১ জানুয়ারিঃ ১ ফেব্রুয়ারি আইলিগে ২০২৪-২৫ মরসুমে ইন্টার কাশীর প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের পরিচালনায় ইন্টার কাশী তাদের শেষ ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। তবে মরসুমের দ্বিতীয় পর্বে গোকুলামের বিপক্ষে জয়ই একমাত্র লক্ষ্য তার। কারণ এই ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে যাওয়ার হাতছানি হাবাসের ছাত্রদের সামনে। বর্তমানে ইন্টার কাশী আই-লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে। গোকুলাম কেরালার বিপক্ষে জয়ের মাধ্যমে তারা লিগ টেবিলে অবস্থান পরিবর্তন করতে মরিয়া। অন্যদিকে গোকুলাম কেরালা দুই ম্যাচে পরপর জয়ের পর, নিজেদের জয়ের ধারাবজায় রাখতে তৈরী। সাংবাদিক বৈঠকে ইন্টার কাশীর কোচ আন্তোনিও হাবাসে বলেন, ''গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে শেষ ফলাফল ছিল এক দুর্ঘটনা। আমাদের নিজেদের মাঠে শক্তিশালী হতে হবে। এই ম্যাচে আমরা নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাই এবং খেলার ধারাকে সামনে নিয়ে আসতে চাই।'' এই ম্যাচের গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন ইন্টার কাশীর গোলকিপার অরিন্দম ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''শেষ ম্যাচের পর আমরা জানি এই ম্যাচটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেনিংয়ে আমাদের সবাই দেখতে পাচ্ছিল, সবাই এই ম্যাচটির জন্য প্রস্তুত। আশা করি আমরা ভালো পারফর্ম করতে পারব এবং তিন পয়েন্ট নিতে পারব।'' ইন্টার কাশীর খেলোয়াড়রা এবং কোচ দলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কারণ গোকুলাম কেরালা এই মরসুমে শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরপর দুই ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী তারা। বিশেষত মরসুমের প্রথম পর্বের ম্যাচে ইন্টার কাশীকে ৬-২ গোলে পরাজিত করেছিল কেরালার এই ক্লাব। তাই হোম ম্যাচে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাবাসের দলের সামনে। এই ম্যাচে ইন্টার কাশী তাদের আক্রমণাত্মক খেলা এবং শক্তিশালী রক্ষণের উপর নির্ভর করবে। দলের সিনিয়র সদস্যরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের উদ্দেশ্য একটাই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে হবে।

হাজার দর্শকের সামনে উড়ল অফস্টাম্প, বিরাট মাত্র ৬

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারিঃ তাঁকে ও তাঁর খেলা দেখতে গ্যালারিতে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রচুর সমর্থক। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। দীর্ঘ ১২ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে বিরাটের প্রত্যাবর্তন নিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রবল উত্তেজনা। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির ব্যর্থতার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে বিরাট কোহলি ফর্মে ফিরবেন কি না, সেই দিকেই নজর ছিল সবার। তবে যাঁকে ঘিরে এই উদ্দীপনা, হতাশ করলেন তিনিই। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬ রানে ফিরলেন কোহলি। মাথায় হাত ভক্তদের। বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ম্যাচের প্রথম দিনে বিরাটের খেলা দেখার জন্য মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন তাঁর অনুগামীরা। তবে সেই দিন ব্যাটিংয়ে নামার সুযোগ পাননি বিরাট। তাই অপেক্ষা বেড়েছিল ভক্তদের। দ্বিতীয় দিনে যশ ধূল আউট হলে চার নম্বরে ব্যাট করতে নামেন বিরাট। হাততালিতে ফেটে পড়ে গ্যালারি। তবে প্রথম থেকেই নড়বড়ে দেখাচ্ছিল কোহলিকে। প্রথম বলেই তাঁকে নাজেহাল করেন বোলার, তবে ওই বলটি নো বল হয়। উইকেটে থিতু হওয়ার চেষ্টা করেন ধীরে ধীরে। তবে লাভ হয়নি। হিমাংশু সাংওয়ানের ওভারের তৃতীয় বলে প্রথম বাউন্ডারি মারেন বিরাট। ভক্তদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরের ডেলিভারিটি আসছিল ভিতরের দিকে। বলের লাইন লেংথ বুঝতে ভুল করেন কোহলি। ব্যাট ও প্যাডের মাঝে অনেকটাই গ্যাপ থাকায় অফস্টাম্প উড়ে যায় তাঁর। ১৫ বল খেলে মাত্র ৬ রান করে আউট হন তিনি। কোহলি আউট হওয়ার পরেই হতাশ হয়ে পড়েন সমর্থকরা। অনেক জনকে স্টেডিয়াম থেকেও বেরিয়ে যেতেও দেখা যায়। কঠিন পরিস্থিতিতে ফের একবার ব্যর্থ হলেন বিরাট।

শৈশবের ক্লাব সান্তোসেই ফিরলেন নেইমার

সান্তোস, ৩১ জানুয়ারিঃ কোথায় যাচ্ছেন, গোটা দুনিয়া তা জানে। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর একটা বিষয় তো থেকেই যায়। নেইমার গতকাল সে কাজই করলেন। জানিয়েছেন, শৈশবের ক্লাব সান্তোসেই ফিরছেন তিনি। নেইমারের সান্তোসে ফেরার গুঞ্জনটা চলছিল চলতি মাসের শুরু থেকেই। সৌদি ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা এবং তারপর সান্তোস প্রেসিডেন্ট মার্সেলো তিসেরার নেইমারকে নিয়ে মন্তব্যেই বোঝা গিয়েছিল, ক্লাব ক্যারিয়ারে চক্র পূরণ করে ঘরেই ফিরছেন নেইমার। ৩২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন। সান্তোসে তাঁর অতীতের বিভিন্ন ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'সান্তোস ফুটবল ক্লাবের চুক্তিপত্রে আমি সই করব। ক্লাবটি ও তাদের সমর্থকদের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনো পাল্টায়নি।' নেইমারের পোস্টে সান্তোসের হ্যান্ডল থেকে উত্তর দেওয়া হয়, 'তোমার ঘর তোমার অপেক্ষায়। তোমার মানুষেরা তোমার অপেক্ষায়।' বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সান্তোসের মাঠ ভিলা বেলমিরোয় স্থানীয় সংগীতশিল্পীদের নিয়ে কনসার্ট আয়োজনের মাধ্যমে নেইমারকে নিজেদের সমর্থকদের সামনে উপস্থাপন করবে ব্রাজিলিয়ান শীর্ষ লিগের ক্লাবটি। ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সান্তোসের বয়সভিত্তিক দলে খেলেছেন নেইমার। এরপর চার বছর খেলেছেন ক্লাবটির মূল দলে। ২০১৩ সালে বার্সেলোনায় যোগদানের মধ্য দিয়ে ইউরোপে যাত্রা করেন, এরপর পিএসজি ঘুরে যোগ দিয়েছিলেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে। সেখান থেকে আবারও ঘরে ফিরলেন নেইমার। আল হিলালে চোটের কারণে নিয়মিত খেলতে পারেননি। ১৮ মাসে খেলতে পেরেছেন মাত্র ৭ ম্যাচ। ক্লাবটির কোচ জর্জ জেসুস বলেই দিয়েছিলেন, সৌদি লিগ যে মানের খেলায় অভ্যস্ত, নেইমার এখন আর সে পর্যায়ে নেই। এদিকে আগামী

বছর বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিল জাতীয় দলেও ফেরা প্রয়োজন নেইমারের। সে জন্য নিয়মিত ম্যাচ খেলা দরকার। নেইমার তাই সান্তোসে ফিরে সেই কাজ করতে চান। পোস্টে নেইমার ঠিক এ কথাই বলেছেন, ''এখন আমার আবারও খেলায় ফেরা প্রয়োজন। একমাত্র সান্তোসের মতো ক্লাবই আমাকে সেই ভালোবাসা দিতে পারে, যেটা আগামী বছরের চ্যালেঞ্জগুলো সামলানোর প্রস্তুতি নিতে প্রয়োজন।'' সান্তোসে ফেরার মধ্য দিয়ে নেইমার আর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার থাকবেন না। সৌদি ক্লাবটিতে বছরে ১০ কোটি ইউরো আয় করতেন নেইমার। চুক্তি বাতিলের পর পারিশ্রমিকে ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে শীর্ষে উঠে এলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কাসেমিরো। ইংলিশ ক্লাবটিতে তাঁর বেতন বছরে ২ কোটি ১৭ লাখ ইউরো। রিয়াল মাদ্রিদে ভিনিসিয়ুসের বেতন বছরে ২ কোটি ৮ লাখ ইউরো।

নাইটওয়াচম্যানের সেঞ্চুরিতে অ্যাডভান্টেজ বাংলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ জানুয়ারিঃ তরুণ পেসারের দাপট। তবে বল হাতেই শুধু নয়। ব্যাট হাতেও ইডেন গার্ডেন্সে জ্বলে উঠলেন। এসেছিলেন নাইটওয়াচম্যান হিসেবে। সেই তিনিই সেঞ্চুরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জায়গায় বাংলা। রঞ্জি ট্রফির সপ্তম রাউন্ডে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলছে বাংলা। নকআউটের সম্ভাবনা নেই দু-দলেরই। মর্যাদার ম্যাচ। তেমনই বাংলার ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও। কেরিয়ারে শেষ বার নেমেছেন কিংবদন্তি ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁর বিদায়ী ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া বাংলা টিমের সতীর্থরাও। দ্বিতীয় দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজে বাংলাই। প্রথম ইনিংসে পঞ্জাবকে মাত্র ১৯১ রানেই গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলা। বল হাতে কামাল করেছিলেন সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। তিনি এবং অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা সুমিত মোহন্ত ৪টি করে উইকেট নিয়েছিলেন। ব্যাট হাতেও দাপট দেখালেন সূরজ। বাংলা প্রথম ইনিংসে ৩৪৩ রানে অলআউট। টপ অর্ডার ব্যাটাররা অবশ্য ভরসা দিতে পারেননি। তবে মিডল অর্ডারে সুমন্ত গুপ্ত এবং কিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েলের হাফসেঞ্চুরি। ম্যাচের প্রথম দিনের শেষ দিকে ক্যাপ্টেন অনুষ্টুপ মজুমদার ফেরায় নাইটওয়াচম্যান হিসেবে পাঠানো পাঠানো হয় সূরজকে। কোনওরকমে দিনটা কাটিয়ে দেওয়াই টার্গেট ছিল। যদিও সূরজ পরিণত ব্যাটারের মতোই খেলে গেলেন। কয়েকটি ক্যাচও মিস হয়েছে। তার ভরপুর সুযোগ নিলেন সূরজ। প্রথম শ্রেনির কেরিয়ারে সেঞ্চুরিও করে ফেললেন। শেষ অবধি ১১১ রান করেন সূরজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন আনে পঞ্জাব। তাতেও অবশ্য বাংলার দাপট। মহম্মদ কাইফ ও সুমিত মোহন্ত একটি করে উইকেট নিয়েছেন। আর একটি রান আউট। ৪৯ রানেই তিন উইকেট তুলে নেয় বাংলা। দিন শেষে ৬৪-৩ স্কোর পঞ্জাবের। তবে ক্রিজে রয়েছেন প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা অনমোলপ্রীত সিং। বাংলা এখনও ৮৮ রানে এগিয়ে।

রোনাল্ডো জানালেন, মেসির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মানুষের ভাবনার বিপরীত

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর মধ্যে এ শব্দই সবার আগে উঠে আসে ফুটবলপ্রেমীদের মনে। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কী ভাবনা? সম্পর্ক কি আসলেই এতটা বৈরী? স্পেনের সাংবাদিক এদু আগুইয়েকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন রোনাল্ডো।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আগুইয়েকে দেওয়া রোনাল্ডোর সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত ক্লিপ প্রকাশ করা হয়েছে স্পেনের 'এল চিরিনগুইতো টিভি'র হ্যান্ডল থেকে। আগামী সোমবার স্পেনের ফ্রি-টু-এয়ার টিভি চ্যানেল 'লা সেক্সতা'য় সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হবে। সেই ছোট ক্লিপেই মেসির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় আল নাসর তারকাকে। মেসি ও রোনাল্ডোর দুই দশকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফুটবল ইতিহাসেই অন্য মাত্রা যোগ করেছে। রোনাল্ডো রিয়াল মাদ্রিদে এবং মেসি বার্সায় থাকতে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভক্তও হয়ে পড়েছিল ফুটবল-বিশ্ব। সময়ের পালাবদলে তাঁরা এখন অন্য ক্লাবে। রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসরে, মেসি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) দল ইন্টার মায়ামিতে। ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মেসি আটবার ব্যালন ডি'অর জিতেছেন, রোনাল্ডো জিতেছেন পাঁচবার। স্প্যানিশ ফুটবলে থাকতে এল ক্লাসিকোয় তাঁদের দ্বৈরথ এখনো ফুটবল-সমর্থকদের রোমান্টিক করে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মহাকাব্যিক এই দ্বৈরথের কেন্দ্র আসলেই বৈরী সম্পর্ক, নাকি প্রতিযোগিতাটা শুধুই ফুটবলীয়? এমনিতে প্রচলিত গুঞ্জন হলো, দুই কিংবদন্তির মধ্যে সম্পর্কটা তেমন একটা উষ্ণ নয়। বেশ ফাটলও আছে। রোনাল্ডো এ নিয়ে যা বলেছেন, তাতে ভুলটা ভাঙতে পারে সমর্থকদের, ''(মেসির সঙ্গে) আমার কখনো খারাপ সম্পর্ক ছিল না। যা ভাবা হয়, আসলে তার বিপরীত।'' ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে মেসি ও রোনাল্ডোর অর্জন বিস্ময়কর। জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ ও কোপা আমেরিকা জেতা মেসি ক্লাব ক্যারিয়ারেও এমন কোনো শিরোপা নেই যে জেতেননি। রোনাল্ডো বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও পর্তুগালের হয়ে জিতেছেন ইউরো। আর ক্লাব ফুটবলেও প্রায় সব রকম শিরোপাই জিতেছেন। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ৯২১। প্রশ্ন করা হয়েছিল, ৩৭ বছর বয়সী মেসি ও ৩৯ বয়সি রোনাল্ডোর এত সব অর্জন পরবর্তী প্রজন্ম ছুঁতে কিংবা টপকে যেতে পারবে কি না। পর্তুগিজ কিংবদন্তির উত্তর, ''সেটাই আশা করি। ফুটবলের জন্য সেটা দারুণ হবে, কিন্তু কাজটা কঠিন হবে।'' রোনাল্ডোর পুরো সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার পর নিশ্চয়ই

মেসির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মুখ থেকে আরও বিস্তারিত জানা যাবে। আপাতত সাক্ষাৎকারের ছোট ক্লিপে এটুকুই জানা গেছে। মেসির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এর আগেও জানতে চাওয়া হয়েছিল রোনাল্ডোর কাছে। ২০২৩ সালে এক সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়, মেসির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে 'ঘৃণা'র অস্তিত্ব আছে কি না। রোনাল্ডো বলেছিলেন, ''আমি ব্যাপারটি এভাবে দেখি না। দ্বৈরথের ইতি ঘটেছে। এটা ভালো ছিল, সমর্থকেরা পছন্দ করেছে। ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে যারা ভালোবাসে, তাদের মেসিকে ঘৃণা করতে হবে না। আমরা দুজনেই খুব ভালো, ফুটবলের ইতিহাস পাল্টে দিয়েছি।'' অষ্টম ব্যালন ডি'অর জয়ের পর 'ফ্রান্স ফুটবল'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসিও কথা বলেছিলেন রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ নিয়ে, ''ব্যাপারটা সব সময় যুদ্ধ ছিল। মাঠে আমরা একে অপরের ভালো করার চেষ্টার উপলক্ষ হয়েছি। কারণ, আমরা দুজনেই খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সে সবকিছু ও সবাইকে জিততে চেয়েছে। ফুটবল যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এবং আমাদের জন্যও সময়টা দারুণ ছিল। আমি মনে করি, আমরা যেটা করেছি, সেটা প্রশংসার দাবিদার। শীর্ষে ওঠা সহজ, কিন্তু কঠিন কাজটা হলো সেখানে টিকে থাকা। আমরা ১০-১৫ বছর শীর্ষে ছিলাম। অসাধারণ ছিল সেই সময়টা, ফুটবল যাঁরা ভালোবাসেন, তাঁদের জন্যও।'' ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্তাসে যোগ দেন রোনাল্ডো। সেখান থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ফিরলেও বেশি দিন থাকেননি। ২০২৩ সালে ইউনাইটেড ছেড়ে যোগ দেন আল নাসরে। মেসি ২০২১ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে যোগ দেন পিএসজিতে। দুই বছর সেখানে থাকার পর ২০২৩ সালে যোগ দেন মায়ামিতে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com